হাস্য-মোহানা

(রঙ্গনাট্য)

[নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্ত্তৃক অভিনীত—
প্রথম অভিনয়—শনিবার, ৯ই ভাদ্র ১৩৩৫]

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত

মূল্য ॥০ আট আনা

প্রকাশক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

পাত্রপাত্রীগণ

মগধরাজ	
মন্ত্রী	মগধরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী
যশোবর্দ্ধন	মগধের যুবরাজ
নটবর	যশোবর্দ্ধনের বয়স্য
মিকাডো	নিপ্পনের (জাপানের) সম্রাট
রুদ্রগিরি	ঘাতক
স্বপ্ন, বিভোর, কল্পনা, মদিরা	পরিকুমার-পরিকুমারীগণ
হাস্থ-নো-হানা (হানা)	মিকাডোর কন্যা
য়ামাতো	হানার সখী

পরিকুমার-পরিকুমারীগণ, সখীগণ, বসন্ত, প্রভাত, নিশি, সৈনিকদ্বয়, প্রেমিক-প্রেমিকা, নাগরিক-নাগরিকা, চা-ওয়ালী, ইত্যাদি।

পরিচয়

নাট্যাচার্য্য ও অধ্যক্ষ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম-এ

প্রয়োগকর্ত্তা— শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম-এ
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ

সুর-সংযোজক— শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (পচুবাবু)

নৃত্য-শিক্ষক—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

হারমোনিয়ম-বাদক—শ্রীপান্নালাল রক্ষিত

বংশী-বাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ

বেহালা-বাদক—শ্রীযুগলকৃষ্ণ গোস্বামী

তবলা-বাদক—শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ

রঙ্গভূমি-সজ্জাকর—শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী— শ্রী[illegible]মেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ([illegible]বাবু)
মিঃ এম্, জহুর

আলোক সম্পাতকারী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সরকার (ভুলুবাবু)

স্মারক—শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
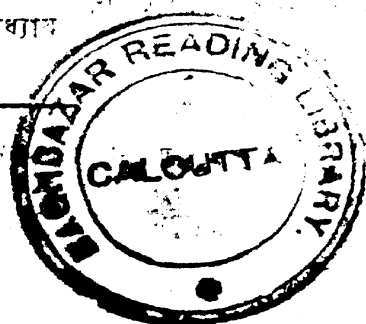
প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকা-লিপি

[শনিবার, ৯ই ভাদ্র ১৩৩৫]

মগধরাজ—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

মিকাডো—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)

মগধরাজ মন্ত্রী—শ্রীহীরালাল দত্ত

যশোবর্দ্ধন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

নটবর—শ্রীমতী চারুশীলা

রুদ্রগিরি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রেমিক—শ্রীনৃপেশনাথ রায়

নাগরিক—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

বসন্ত ও প্রভাত—শ্রীমতী গিরিবালা

সৈনিকদ্বয়— শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনকুলেশ্বর দত্ত

হাস্নু-নো-হানা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

য়ামাতো ও নাগরিকা—শ্রীমতী উষা (পটল)

স্বপ্ন ও চা-ওয়ালী—শ্রীমতী সুশীলাবালা

বিভোর ও প্রেমিকা—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

মদিরা—শ্রীমতী পদ্মরাণী

কল্পনা—শ্রীমতী সরলাবালা (বেঁকি)

সখীগণ— শ্রীমতী সুশীলাবালা, সরলাবালা, আশালতা, শেফালিকা পদ্মরাণী, তারকদাসী, ছনিয়াবালা (সুবলি), সুরমা, বীণা, ইত্যাদি।
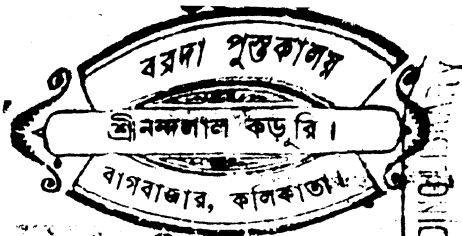
হাস্নু-নৌ-হানা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কল্পলোক
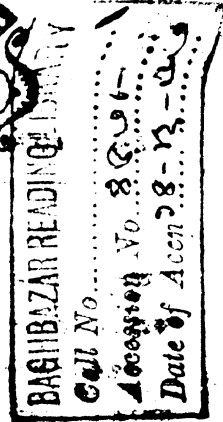
স্বপ্ন, বিভোর, কল্পনা, মদিরা প্রভৃতি পরিকুমার পরিকুমারীগণ।

গীত

রূপ-সাগরে বাণ ডেকেছে রূপের লহর বয়ে যায়।
(তায়) সোণার কমল সুধায় ভরা
উঠেছি ফুটে জ্যোছনায়।
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে মাতন গন্ধ ছুটেছে,
কত অন্ধ অলি চরণতলে লুটিয়ে পড়েছে,—
আমরা হেলছি দুলছি খেলছি শুধু মন্দ মধুর মলয় বায়!

(হাসিতে হাসিতে কল্পনার প্রবেশ)

গীত

কল্পনা।

ভুল ভুল, ওগো ভুল!
আঁখির নেশায় মিটে কি তৃষা না যদি ফোটে প্রেম-ফুল
রূপ সে কার? প্রিয় কি প্রিয়ার—
কেহ নাহি তার সমতুল।

কল্পনা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(উচ্চহাস্য)

সকলে। কি? কি? কি হয়েছে?

কল্পনা। হাসছি, আবার কি ?

স্বপ্ন। কেন হাসছ বল, আমরাও না হয় তোমার সঙ্গে একটু হাসি।

কল্পনা। কেন হাসছি বলব ?

সকলে। হাঁ হাঁ, বল বল।

কল্পনা। শোন তবে। আমরা সবাই আমাদের নিজেদের রূপের খুব প্রশংসা করি, না ? নিজেরা দেখে নিজেরাই মোহিত হই, কেমন ?

সকলে। নিশ্চয় নিশ্চয়।

কল্পনা। আমাদের বিশ্বাস আমাদের তুলনায় পৃথিবীর মানুষগুলো অতি কুৎসিৎ, কেমন না ?

সকলে। নিশ্চয় নিশ্চয়।

কল্পনা। দাঁড়াও, আগে তোমাদের সব আর একবার ভাল করে দেখি— (তীক্ষ্ণভাবে সকলের মুখপানে তাকাইতে লাগিল)

স্বপ্ন। হঠাৎ ক্ষেপে গেল নাকি ?

বিভোর। তাই তো দেখছি।

মদিরা। এ বোধ হয় কোন নূতন রঙ্গ। একটু চুপ করে দেখাই যাক না।

কল্পনা। হাঃ হাঃ হাঃ—কি ভুল আমাদের !

স্বপ্ন। কি ভুল ?

কল্পনা। আজ আমি যা দেখে এসেছি—

মদিরা। কি ? কি ?

বিভোর। কোথায় ? কোথায় ?

কল্পনা। ওই নীচে পৃথিবীতে। আঃ সে কি রূপ ! দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে আপনা ভুলে যেতে হয়।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—পাগল !

মদিরা। মানুষের আবার রূপ!

বিভোর। অমাবশ্যায় আবার চাঁদ!

স্বপ্ন। আমাদের রূপে আর মানুষের রূপে তুলনা?

কল্পনা। তোমরা বিশ্বাস কর্চ্ছ না? আমি কিন্তু দেখাতে পারি।

স্বপ্ন। পার? আচ্ছা, কোথায় বল দেখি?

বিভোর। কে বল দেখি?

কল্পনা। মগধের রাজকুমার আর নিপ্পনের রাজকুমারী।

স্বপ্ন। ওঃ হোঃ, তাই বল। তারা বুঝি পরস্পরকে ভালবাসে? তুমি বুঝি তাদেরই মুখে তাদের পরস্পরের রূপ-বর্ণনা শুনে এলে?

কল্পনা। না, তারা কেউ কাউকে চোখেও দেখে নি। তারা ত আমাদের মত নয়, যে মুহূর্ত্তে শত যোজন পথ অতিক্রম করে যেথায় ইচ্ছা চলে যাবে। তাদের মধ্যে সহস্র যোজন বিস্তৃত মহাসাগর উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিভোর। এও কি একটা কথা!

মদিরা। তাও কি কখনো হয়!

কল্পনা। হয় কি না হয়, দেখতে চাও যদি আমার সঙ্গে চল।

স্বপ্ন। আচ্ছা চল দেখাই যাক।

সকলে। চল চল, আমরাও যাব।

গীত

চল্ চল্ সখী চল্! চল্ চল্ সখা চল্!
দেখে আসি সে রূপরাশি সে আঁধার কি উজল।
কে জানে কে সে, কে জানে কেমন সে,—
ঝরে হাসলে মাণিক কাঁদলে মতি আসল কি নকল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিষ্পন—রাজোদ্যান।

হানা মর্ম্মরবেদীর উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে অসীনা, নিম্নে সখীগণ, অদূরে কুসুম-সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি বসন্ত। আকাশে চন্দ্র দৃষ্টহইছেছে না, কিন্তু চন্দ্র কিরণে সমুদয় পরিস্ফুট। সখীগণ যেন বসন্তের আবির্ভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে—তাহার বাণী যেন বাস্তববৎ তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে।

গীত।

বসন্ত।

আমি এসেছি আমি এসেছি ওগো জাগো নরনারী!
এসো সাজিয়ে এসো সাজায়ে কনক-অর্ঘ্য-থারি!
আমি এনেছি কত উৎসব, কত যে হাসিরাশি,
দেখ এনেছি কত গীতি ভরিয়া মোহন বাঁশী—
ওগো জাগো! ওগো জাগো! ওগো জাগো নরনারী!

সখীগণ।

বাঁশী বাজে কোন কাজে বনমাঝে মরি লাজে গো!
ওঠে হিয়া চমকিয়া শিহরিয়া মধু সাঁঝে গো!

বসন্ত।

কত কুসুমের শোভা পরিমল,
কত চাতকের তৃষা আঁখিজল,
কত কাজল মেঘের চলচল আমি এনেছি গো!
ওগো জাগো! ওগো জাগো! ওগো জাগো নরনারী!

হানা। সখী, দিনরাত নৃত্য গীত হাসি রঙ্গ এ আর আমার ভাল লাগে না। তোরা এখন যা, আমি একটু বিশ্রাম করব।

য়ামাতো। গান ভাল লাগে না! আচ্ছা শোন দেখি, কেমন ভাল না লাগে দেখি।—(সুরে)—সা রে গা মা পা ধা নি সা—

হানা। না সখী, ভাল লাগে না।

য়ামাতো। ও বাবা, অবস্থা কাহিল! সা রে গা মা ভাল লাগে না! তবে কি ভাল লাগে শুনি?

১ম সখী। এরই মধ্যে ভাল লাগে না বল্লে আমরা শুনব কেন? এই তো সবে উৎসবের আরম্ভ।

হানা। উৎসব! উৎসব! কিসের উৎসব সখী?
বিবাহ? কেন? কোন প্রয়োজনে?
আমি এক লাবণ্যলতিকা,
জ্যোছনার রেখা সম নীলাকাশ হতে
নামিয়া এসেছি ধরাতলে
বুকে লয়ে স্নিগ্ধপূতঃ অমিয়ার ধারা—
জনকজননী
স্নেহরসে নিত্য বাড়ায়েছে,
তোরা দিয়েছিস
কত ভালবাসা নিরন্তর;—
তার বেশী কিছু
ছিল না তো প্রয়োজন মোর,
কিছু তো চাহিনি আমি।
বিবাহ!—আমি তো চাহিনি সে বন্ধন,—
তবে কেন এত আয়োজন
বিলাইয়া দিতে মোরে অপরের পায়,

বাঁধিতে আমারে
অজানা অচেনা কার সনে ?

য়ামাতো। বিয়েও করবে না, সা রে গা মা ও শুনবে না? অবাক্ কর্লে! ওসব পাগলাম ছেড়ে দাও সখী। বিয়ে না কর ক্ষতি নাই কিন্তু সা রে গা মা শুনতেই হবে।—(সুরে)—সা রে গা মা পা ধা নি সা—

১মা সখী। নে চুপ কর। সখী, এও কি একটা কথা! বিয়ে না কর্লে কি চলে? তোমার বিবাহের বয়স হয়েছে, মহারাজ মহারাণী কতকালের চেষ্টায় মনের মত পাত্র পেয়ে আনন্দে অধীর, রাজ্যময় উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে, আর তোমার মুখে এই কাঁদুনী সুর!

২য়া সখী। আহা পাত্র কি পাত্র! অমন কি সমস্ত পৃথিবী ঢুঁড়ে আর একটীও মিলে? কে? না—মহাচীনের রাজপুত্র। রং? একেবারে যেন পাকা মর্ত্তমান কলা! এত বড় টিকি! এত বড় বড় নখ! কুচের মত এতটুকুটুকু চোখ—সেই রকমই লালের, মাঝখানে একটী ফোঁটা কাল। নাক? সে আছে কিম্বা নাই বোঝে কার সাধ্য? আহা! চেহারার কি চটক! এমন রাজপুত্র তোমার পছন্দ হ'ল না সই?

১মা সখী। সে হোক না হোক, তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস। সে শুনেছি নাকি কেলে বিড়ালের মাংস খুব ভালবাসে। আমার ভয় হচ্ছে তোকে দেখতে পেলে কোনদিন পাছে কামড়ে দেয়।

৩য়া সখী।* তোরা থাম। আমি গোড়া থেকেই জানি ও রাজপুত্র সখীর পছন্দ নয়। আমি জানি কি রকম বর সখীর পছন্দ—

য়ামাতো। কি রকম? কি রকম?—(সুরে) সা রে গা মা পা ধা নি সা—

২য়া সখী। ওঃ বুঝেছি—পেটে পীলে থাকবে, গলায় মাতুলী থাকবে—

১মা সখী। মাথায় টাক থাকবে—

য়ামাতো। তার সঙ্গে একটু হাঁপানির ব্যায়রাম থাকবে—

হানা। দেখ্ সখী দেখ্, বসন্ত সাজায়ে দেছে
জরাজীর্ণা ধরণীরে নবীন যৌবনে,
ফলে ফুলে নবীন মুকুলে ;—
দেখ্ সখী দেখ্—
মুক্তা প্রকৃতির কোলে মুক্ত শিশুগুলি
আনন্দে করিছে খেলা ;—
ঝর ঝর ঝরিছে নিঝর,—
নীলিমার পরপার হতে নেমে আসে
রজত-কৌমুদী ;—
এই রূপ-প্লাবনের মাঝে
আছে কি বন্ধন ? তবে কেন সখী
শুধু আমিই পড়িব বাঁধা ?

য়ামাতো। হুঁ।—(সুরে) সা রে গা মা পা ধা নি সা—

হানা। ক্ষান্ত দাও সখী, ক্লান্ত আমি—
বিশ্রামের দেহ অবসর।

১মা সখী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া)—চল ভাই, আপাততঃ আমরা যাই। রাজকুমারীর আদেশ মানতেই হবে।

সকলে। সায়োনারা। (অভিবাদন)

য়ামাতো। (সুরে)—সা নি ধা পা মা গা রে সা—(প্রস্থান)।

২য়া সখী। আমার বোধ হয় সখী ঠিকই বলেছে—বিয়ে করার চাইতে সা রে গা মা সাধা ঢের ভাল।

ওয়া সখী। সঙ্গে, 'এক দুই তিন চার' থাকে তবে তো।

(সখীগণের প্রস্থান)

হানা। ভাবিতে পারি না আর। কাজ নাই ভেবে।
সাগর-শীকর-সিক্ত মৃদু সমীরণ!
ধীরে বয়ে যাও দোলাইয়া ধরণীর
কানন-কুন্তল, আমারে আনিয়া দাও
নিদ্রার আবেশ। (নিদ্রিতা হইল)

(স্বপ্ন, বিভোর, কল্পনা মদিরা ও অন্যান্য পরিকুমার পরিকুমারীগণের প্রবেশ)

স্বপ্ন। আহা কি দেখলেম! রাজকুমার নয়তো যেন দেবকুমার।

মদিরা। এত রূপ মানুষের দেহে সম্ভব, তা কখনো কল্পনাও করিনি।

কল্পনা। আর ওই দেখ, ওই মর্ম্মর বেদীর উপর ঘুমিয়ে আছে নিপ্পনের রাজকুমারী। বল দেখি সুন্দরী কি না?

বিভোর। বাঃ! বাঃ! সত্যি, এরূপ দেখে আপনা ভুলে তন্ময় হয়ে যেতে হয়।

স্বপ্ন। তুমি ঠিক বলেছ কল্পনা, এ রূপের কাছে আমাদের রূপ ও অতি তুচ্ছ।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। (মৃদুস্বরে)—

গীত

না জানি ঘুমের ঘোরে দেখেছে কি স্বপন!
কোন সাগরপারে বাজছে বাঁশী আসছে ভেসে আলাপন!
কোন পরাণের মধুর পরশ লাগছে পরাণে,—
কোন দূর অতীতের মদির হরষ জাগছে খেয়ানে,—
অধরে হাসির রেখায় উঠছে ফুটে
মরমের কথাটী গোপন!

মদিরা। এসো ভাই আমরা এক কাজ করি।

সকলে। কি? কি?

মদিরা। এসো আমরা সেই ঘুমন্ত রাজকুমারকে এখানে তুলে আনি,— তারপর রাজকুমারীকে জাগিয়ে দিয়ে দেখি কি করে।

বিভোর। বাঃ! বাঃ! সে ভারি মজা হবে, ভারি মজা হবে!

কল্পনা। আবার তাকে জাগিয়ে দিয়ে দেখব, সেই বা কি করে।

স্বপ্ন। তারপর? যখন উভয়ে উভয়কে দেখে আপনা হারিয়ে ফেলবে তখন?

কল্পনা। কি আবার হবে? মিলন করিয়ে দেওয়া যাকে। নইলে আমরা আছি কি কর্ত্তে?

সকলে। বেশ, বেশ, চমৎকার!

(অন্ধকার হইল—যশোবর্দ্ধনের নিদ্রিত দেহ মর্ম্মর বেদীর উপর হানার পার্শ্বে স্থান প্রাপ্ত হইল)।

হানা। (নিদ্রাভঙ্গে) আঃ! আমি স্বপ্ন দেখছিলেম। মরি মরি স্বপ্ন কি সুন্দর! আহা! স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত! (যশোবর্দ্ধনকে দেখিয়া)—এ কি! এ কে! আমার স্বপ্নের দেবতা! না, না, আমি বোধ হয় এখনো স্বপ্ন দেখছি। (চক্ষু মুছিয়া)—না, এইতো আমি জেগে রয়েছি, চারিধারে সবই দেখতে পাচ্ছি, সবই অনুভব কর্চ্ছি।—রাজপথ হতে উৎসবের কোলাহল আমার কাণে এসে প্রবেশ কর্চ্ছে, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত হাস্নুনোহানার গন্ধ উপবন আমোদিত করে তুলেছে, নির্ম্মল শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারায় ধরণী প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। (স্পর্শ করিয়া)—এইতো ইনি সত্য সত্যই এখানে রয়েছেন তেমনি রূপের প্রভাব দশদিক আলো করে আমার স্বপ্নের দেবতা আমারই পাশে নিদ্রার কোলে গা ঢেলে দিয়েছেন! নাথ

ওঠো! জাগো!—(মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া)—না না, এ নিশ্চয় আমার ভ্রম। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। হায়, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি!—(দুই হস্তে মুখ আবৃত করিল—মুহূর্ত্তকাল পরে)—দেবতা! তুমি সত্য হও মিথ্যা হও, স্বপ্ন হও কি বাস্তব হও, জীবনে মরণে তুমিই আমার স্বামী। তুমি ভিন্ন আমি আর কারু নই, কারু হব না। তুমি যদি সত্য না হও, তবে আমিও মিথ্যা, আমিও স্বপ্ন। আমি সত্য চাই না, জাগরণ চাই না, শুধু তোমায় চাই। আমি যদি পাগল হয়ে থাকি, তবে হে সর্ব্বশক্তিমান! এই কর, যেন আমার জ্ঞান কখনো ফিরে না আসে। প্রিয়তম! জাগো, একটীবার আমায় সম্ভাষণ কর। এই দেখ, হৃদয় আমার তৃষিত তাপিত মরুভূমি হয়ে আছে, তোমার প্রেম-ধারায় তাকে সঞ্জীবিত করে তোল। আমার প্রাণের ভিতর থেকে কি জানি কেন কান্নার রোল উঠছে, তাকে সান্ত্বনা দাও।

যশো। আঃ! আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। কিন্তু না জাগলেই ছিল ভাল। নিদ্রা যদি এত সুখের তবে জাগরণে প্রয়োজন কি? (উঠিয়া বসিল, চারিদিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিল, পুনরায় চারিদিকে চাহিল)—তাইতো! আমি কোথায়? এ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান! এখানে কেমন করে এলেম? একি স্বপ্নলোক? না নন্দনকানন? এ কি অপূর্ব্ব শোভা চারিধারে! এ কি প্রাণমাতান সুবাস আমায় বিভোর করে তুলেছে! না, আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমি কে? মগধের রাজপুত্র যুবরাজ যশোবর্দ্ধন না? হ্যাঁ,—ঘুমিয়েছিলাম পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদে আমার কক্ষে আমার শয্যায়—তবে—(হেনাকে দেখিয়া)—একি! তুমি কে? তুমি কে? (হস্তধারণ পূর্ব্বক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল)

হানা। তোমার সেবিকা।

যশো। আমার সেবিকা—সেবিকা—তবু? নাম? পরিচয়?

হানা। আমার নাম হানা—হাস্নু-নো-হানা—নিপ্পনের রাজদুহিতা। তুমি কে?

যশো। তবে তো স্বপ্ন নয়। হানা—হানা—আর কি বল্লে?

হানা। নিপ্পনের রাজদুহিতা।

যশো। নিপ্পন? কোথায় নিপ্পন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় যেন পড়েছিলেম—[illegible] সাগরের বক্ষে নিপ্পন নামে এক দ্বিপ আছে—সুন্দর, মধুর, নিত্য-সূর্য্যকরোজ্জ্বল—সেথা অফুরন্ত রূপের খেলা, প্রমোদের মেলা—কিন্তু—কিন্তু—(পুনরায় হানার মুখপানে চাহিয়া রহিল)।

হানা। 'কিন্তু' কি বলছিলে?

যশো। ভুলে গেছি। না না, মনে পড়েছে—নিপ্পন—নিপ্পন—তবে—

হানা। তুমি কে বল্লে না তো।

যশো। আমি কে?—দাঁড়াও, মনে করে বলছি। আমি ছিলাম যশোবৰ্দ্ধন, মগধের যুবরাজ,—কিন্তু—

হানা। নাথ! ভাবনার কিবা প্রয়োজন?
তুমি মম হৃদয়ের রাজা,
আমি তব কৃপা-ভিখারিণী নারী।
আমার তো যাহা কিছু ভাবিতে আপন
সকলি অঞ্জলি দিছি চরণে তোমার
এ মধু চাঁদনী রাতে।
আমি—ক্ষুদ্র কুসুম-কলিকা—
আপনার ক্ষুদ্র বুকে
করিতেছি অনুভব

জীবনের প্রথম স্পন্দন,
মলয়ের প্রথম পরশ !—
নির্নিমেষ চেয়ে আছ তুমি মুখপানে,
আমি প্রাণ ভরে তব রূপ-সুধা
করিতেছি পান,—এর মাঝে
ভাবনার অবসর কোথা ? এসো নাথ !
এসো হে দয়িত !
লহ মম পূজা-উপহার—
প্রাণ মন, জীবন যৌবন, ইহপরকাল ।
আর কিছু নাহি মোর, কেহ নাই
শুধু তুমি আছ। বিশ্ব মোর হয়ে গেছে
তোমা ময়।—এসো প্রিয়তম !

যশো। তবে তাই হোক।
ভাবনার নাহি প্রয়োজন ।
আমি তব কৃপার ভিখারী,
তুমি মম মানসী প্রতিমা,
স্বপনের মাঝে কুড়ায়ে পেয়েছি।—
এই তো—এই তো পেয়েছি পরিচয়।—
প্রিয়ে ! তুমি আমি নহি আজিকার—
কত যুগ, কত জন্ম করেছি ভ্রমণ
এক সাথে, বদ্ধ এক প্রেম-ডোরে—
কল্পে কল্পে কত লোক করি অতিক্রম
ধরায় এসেছি নেমে। প্রিয়ে !
আজ পুনরায় মিলন মোদের।

এই লও কণ্ঠহার,
বিনিময়ে দেহ তব কুসুম-মালিকা
বহিয়া আনিতে বক্ষে মম
তব ওই হিয়ার স্পন্দন।

(মালা বিনিময়)

এসো প্রিয়ে! ভাবনার নাহি অবসর
তৃষিত হৃদয়ে মোর ঢেলে দাও
শান্তি সুধাধারা।—ওকি! ওকি!
কে গাহিছে মিলন-সঙ্গীত?

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।

গীত

বিছায়ে দাও সখী কুসুম শয়ান।
আজি মিলিল মিলিল মিলিল পরাণে পরাণ।
হৃদয়ে হৃদয়ে ছোটে আশা,
কণ্ঠে ফুরায়ে গেছে ভাষা,
অধরে বাড়িছে পিয়াসা—
বুঝি সখী টুটে যায় সরম মান!

হানা। আসিতেছে ঘুমের আবেশ।
হায়। এ সময় নিদ্রা কেন?
পারি না রোধিতে তার গতি।

(ঘুমাইয়া পড়িল)

যশো। এ জীবন ক্ষুদ্র এক কৌটা জাগরণ।
তার মাঝে নিদ্রার মরণ কেন?
উঃ! এ কি কাল-নিদ্রা!

(অন্ধকার হইল—যশোবৰ্দ্ধনের তিরোভাব—ধীরে ধীরে পুনরায় আলো হইয়া উঠিল)

গীত

প্রভাত।

অরুণ ডালায় সাজিয়ে আসি তরুণ
আলোর মঞ্জরী
ভোরের বাঁশী যখন জাগে পাখীর তানে গুঞ্জরী।
নিবিয়ে দিয়ে চাঁদের চিতা
ডাকছে তোমায় ভোরের গীতা
নয়ন খোল শ্যামল ধরা! সুন্দরী গো সুন্দরী!

হানা। (নিদ্রা ভঙ্গে)—নাথ! নাথ! (ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল)—একি! কোথায় তিনি! আমায় না বলে কোথায় চলে গেলেন? না না, যাবেন কেন?—আমার তো কিছু অপরাধ হয় নি—তবে—না, কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না তো।

(প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিল—চারিধারে পাখী ডাকিতে লাগিল—হানা উঠিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল)

এই তো প্রভাত হয়েছে, চারিদিকে আলো ফুটে উঠেছে, প্রাসাদ-তোরণে প্রভাতী-রাগিণী বাজছে—সব সেই আছে, শুধু তিনি নাই—শুধু তিনি নাই!

য়ামাতো। (নেপথ্যে)—সা রে গা মা পা ধা নি সা—
সা নি ধা পা মা গা রে সা

(য়ামাতো ও সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (অভিবাদন) ওহায়ো!

য়ামাতো। সা রে—একি, কান্না কেন?

হানা। সখী! সখী! পলায়েছে মনচোর।

য়ামাতো। মনচোর!—না বাবা, এতো বেসুরো হচ্ছে। সা রে গা—উঁহুঁ সুরে মিলছে না।

১মা সখী। মনচোর কে সখী?

হানা। কে? কে? কেমনে বলিব কে সে!
না জানি কি পুণ্যফলে স্বরগ হইতে
নেমে এসেছিল দেবতা সে
রূপের প্রভায় উজলিয়া দশদিক্।
দীনা আমি কি দিব তাহারে?—
দিয়াছিনু প্রাণ, মন, যাহা কিছু
আছিল আমার—সে লয়েছে সব।
সখী! বর দিয়া ভুলায়ে আমায়ে
নিঃস্ব করি মোরে চলে গেছে!—
হায়! নিশার স্বপন
প্রভাতে মিলায়ে গেছে!

রামাতো। তাই বল, স্বপ্ন দেখেছ। না রে গা না—

হানা। না না, স্বপ্ন নয় সখী,—সত্য—
সমস্ত জগতে এই একমাত্র সত্য—
সে মম জীবিত [illegible], আমি তার
প্রেম-ভিখারিনী নারী।
এখনো উঠিছে জেগে এই বক্ষে
মিলনের সুখ-অবশেষ,
প্রণয়ের রাগিণীর রেশ—
শুধু সুখতারা সনে
আঁখিতারা গেছে নিভে!

১মা সখী। কিন্তু—

হানা। কিন্তু নয়—এই দেখ্ সখী—

মুক্তহার তার।—প্রাণ সনে লয়ে মোর
কুসুম-মালিকা, পরায়ে দিয়েছে মোরে
নিজ হাতে।

গীত।

মালা—সখী মালা—এই সে বঁধূর মালা!—
তাহার কোমল অঙ্গ-পরশ-স্বপন-সুরভি-ঢালা!
যে দিল এ মালা আমারি গলে
লুকাল সে কোথা কিসের ছলে?—
বিরহে মিলনে গাঁথা পলে পলে
একি সুমধুর জ্বালা!

খুঁজে আন সখী,—
খুঁজে আন তারে যেথা হতে পাস।
প্রাণ যায়,—দয়া কর,—ভিক্ষা দে,—
এনে দে আমারে
মোর সেই হারাণ স্বপন!
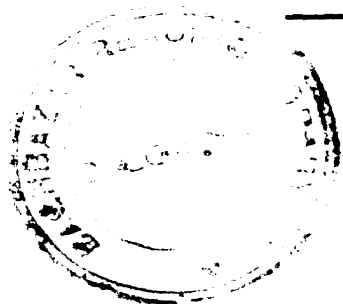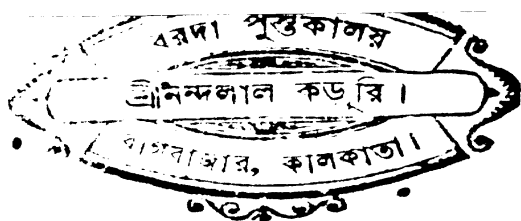
দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাটলীপুত্র—রাজপ্রসাদ—কক্ষ।

যশোবৰ্দ্ধন। একি স্বপ্ন? না না, জাগরণ, জাগরণ।
স্বপ্ন যদি, এ জীবন স্বপ্ন তবে।
পদতলে কঠিনা মেদিনী,
এ ধরার সুখ দুঃখ আধিব্যাধি যত,
ত্রিদিব নরক, চন্দ্র সূর্য্য—সব স্বপ্ন,
সব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। এইতো এখনো
বক্ষে মোর দুলিতেছে ফুলহার তার,
পরশে যাহার কণ্টকিত হইতেছে দেহ,
নাচিয়া উঠিছে মম হৃদয়-শোণিত,—
সুবাস যাহার শাণিত ছুরিকাসম
করিতেছে মৰ্ম্মভেদ। কিন্তু কোথা হতে
কি জানি কি হ'ল, কিছুই বুঝিতে নারি।

[প্রস্থান]

(সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে নাচিতে নাচিতে নটবরের প্রবেশ)

গীত।

নটবর।

ওদা তানা তেলেনা তা দ্রিম্ তা দিয়া না না।
তেলেনা তা দ্রিম্ তাদা না তানা দ্রেদ্রেনা॥

ওদা তানা ওদা তানা ত্রিম্ তা ত্রিম্ তানা দ্রে দ্রে ত্রিম্

তানা দ্রে দ্রে ত্রিম্

না দেরে দেরে দেরে তুম্ দেরে দেরে দেরে।

তা না না না না না না॥

(আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে নাচের কসরৎ করিতে লাগিল)

নট। এক দুই তিন চার—না ঠিক মিলিছে না। দুনিয়ায় যদি খাঁটী জিনিস কিছু থাকে তবে এই নাচ। নাচ ছাড়া কোথাও কিছু নাই, থাকতে পারে না। তবে হাঁ—কেউ নাচছে বাঁদর নাচ, কেউ নাচছে ভালুক নাচ আবার কেউ বা দয়া করে তাণ্ডব নৃত্য কর্চ্চেন। কেউ নাচছে প্রাণের দায়ে, কেউ নাচছে মানের দায়ে, কেউ নাচছে প্রেমের দায়ে, আবার কেউ বা খামখাই নেচে মর্চ্চে—এই যেমন আমি। যাক্ গে, ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় আমার দরকার নাই। এখন এই নাচটা যে ঠিক হচ্চে না, তার কি? এক দুই তিন চার—ওঃ কোন গতিকে যদি একবার তৈরী করে নিতে পারি, তাহ'লে সমস্ত দেশময় একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যাবে। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, স্বয়ং রাজা শুদ্ধ আনন্দে করতালি দিয়ে নেচে উঠবেন।

(যশোবর্দ্ধনের পুনঃ প্রবেশ)

যশো। কোন দিকে, কোন পথে, কেমনে যাইব সেথা?—
স্বরগের দেবতা সকল!
আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী!
ভূত প্রেত গন্ধর্ব্ব কিন্নর!
জান যদি, বলে দাও, বলে দাও পথ।

নট। এক দুই তিন চার—এক দুই—(জিভ কাটিয়া)—অ্যাঁ, যুবরাজ এখানে! আমি বলি কোথায় গেল, কোথায় গেল। যাক, দেখা

পাওয়া গেল ভালই হ'ল। এইখানেই শুভ খবরটা দিয়ে দি।—(আসিয়া)—প্রভু! মহারাজ!—উঁহুঁ শুনতে পাচ্ছেন না—নিশ্চয় মনমে মনমে নাচছেন। দেখি আরবার তিনবার—বলি প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন না?

যশো। (সক্রোধে)—চুপ কর বর্ব্বর!

নট। (থতমত খাইয়া)—আজ্ঞে এই চুপ করলুম। এক দুই তিন চার—এক দুই—(নৃত্য)

যশো। দুষ্ট অতি অর্ব্বাচিন।

নট। আজ্ঞে নিঃসন্দেহ, আমি অতি অর্ব্বাচীন। এক দুই তিন চার তেরে কেটে তা—

যশো। আমি তোকে এই শেষবার বলছি,—এখানে দাঁড়িয়ে নাচানাচি করলে আমি তোর শিরশ্ছেদ করব!

নট। শি-র-শ্ছে-দ—এক দুই তিন চার—

যশো। তবে রে বর্ব্বর—

নট। আজ্ঞে না, আজ্ঞে না,—এই শির—(নিজ মস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া)—আজ্ঞে সঙ্গে নাই তো, ঘরে ফেলে এসেছি বোধ হয়। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিয়ে আসছি (বাটীতে বাটীতে মাথা চুলকাইল)—না না, আছে আছে, সঙ্গেই আছে,—এই যে কাণের উপর, দয়া করে পেড়ে নিতে আজ্ঞা হোক।

যশো। দূর হ এখান থেকে।

নট। (কাঁদ কাঁদ ভাবে)—আজ্ঞে বলছেন, দূর হচ্ছি—তবে—এসেছিলাম একটা শুভ খবর দিতে—

যশো। শুভ? শুভ সমাচার?
কি শুভ সমাচার?

পার কি হে দিতে মোরে সেই বার্ত্তা
যার তরে আকুলি বিকুলি করি,
কাঁদিছে পরাণ,
ব্যথিত পীড়িত এই মরম হইতে
বিন্দু বিন্দু ঝরিছে শোণিত ?
পার যদি, বল বল—

নট। ও বাবা! এ কি! না বাবা, এ রাজরাজড়ার কাণ্ডকারখানার ভিতর থাকার চাইতে আমার নাচের মহলা দেওয়া যে ঢের ভাল তার আর সন্দেহ নাই।

যশো। বল বন্ধু বল, নীরব রইলে কেন ?

নট। আজ্ঞে সংবাদটা হচ্ছে এই,—প্রভুর বিবাহ—

যশো। বিবাহ ?

নট। নিশ্চয় বিবাহ, ভয়ঙ্কর বিবাহ—

যশো। আমার বিবাহ ? অসম্ভব।

নট। আজ্ঞে তবে বোধ হয় আমারই বিবাহ। দেখুন, তা যদি হয়, তবে এ অধীনের গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। কেন না, মহারাজকে যেরূপ খুসী দেখলুম তাতে তিনি যে এ কার্য্যে লক্ষাধিক মুদ্রা খরচ করবেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

যশো। একে দাবদাহে জ্বলিতেছে প্রাণ,
তার মাঝে এ কি বজ্রাঘাত !
হায় ভাগ্য ! অতি নিদারুণ তুমি।—
যাই, দেখি যদি পিতারে ফিরাতে পারি।

(প্রস্থান)

নট। কি রকমটা হল! না আছে তাল, না আছে লয়, না চলে

নাচের পা।—নাঃ বেজার কর্লে বাবা! এই নাকমলা, কানমলা, কোন ছোটলোক আর রাজা রাজড়ার কাণ্ডকারখানার ভিতর থাকে। এক দুই তিন চার—(নৃত্য করিবার চেষ্টা)—নাঃ জমছে না। কি করে জমবে? এত ঝামেলা ঝঞ্ঝটের ভিতর কি কোন ভদ্রলোক একটা নাচ গড়ে তুলতে পারে? যা থাকে কপালে, এবার রাজভোগের মায়া কাটিয়ে, গেরুয়া পরে হিমালয়ের কোন গুহায় গিয়ে নাচের তপস্যা করব। আপাততঃ যাই দেখি রাজপুত্তুরটা কি করে?

(সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান—
মগধরাজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

মগধরাজ। উৎসবের আয়োজন কর মন্ত্রী। আজ আমার কি শুভদিন! আমার পরম সুহৃদ্ উজ্জয়িনী-পতি আমার ঘরে কন্যাদান কর্ত্তে সম্মত হয়েছেন। ভাটের মুখে যা শুনলেম, তা'তে বোধ হ'ল মা আমার একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী,—আমার আঁধার ঘর আলো হবে।

মন্ত্রী। আমিও সেইরূপ শুনেছি মহারাজ।

মগধরাজ। রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দাও, প্রজাদের এক বৎসরের রাজস্ব মাপ হ'ল। তারা যেন বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে একমাসকাল রাজধানীতে এসে উৎসবে যোগদান করে। দীন দুঃখীদের ধন বিতরণ কর, কারাগারের দ্বার মুক্ত করে দাও। আমি চাই, ধনী নির্ধন বড় ছোট সকলেই যেন এ উৎসবের আমোদ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ কর্ত্তে পায়।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

মগধরাজ। আমার পুত্র কোথায়? মন্ত্রী, শীঘ্র যশোবর্দ্ধনকে ডাকতে লোক পাঠাও, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করব।

(যশোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

যশো। পিতা! পিতা!—

মগধরাজ। এই যে কুমার, এসেছ। আমি তোমাকেই খুঁজছিলেম। আজ আমার বড় আনন্দের দিন, তোমায় আশীর্ব্বাদ করব।

যশো। পিতা, আমার নাকি বিবাহ?

মগধরাজ। হাঁ বৎস, তোমার বিবাহ। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তুমিও উপযুক্ত হয়েছ। এইতো তোমার বিবাহের উপযুক্ত কাল। ভাগ্যক্রমে মনোমত পাত্রীও পাওয়া গিয়েছে। এইবার তোমার বিবাহ দিয়ে তোমাকে যথারীতি অভিষিক্ত করে আমি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করব। ভগবান তথাগত তোমার মঙ্গল করুন। (মস্তক আঘ্রাণ, চুম্বন ও আলিঙ্গন)

যশো। আমায় মার্জ্জনা করুন পিতা, আমাকে এখন বিবাহ কর্ত্তে আদেশ করবেন না।

মগধরাজ। বিবাহ কর্ত্তে আদেশ করব না? কেন?

যশো। বিবাহে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই।

মগধরাজ। কারণ?

যশো। কারণ আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। পিতঃ! আমায় শুধু মার্জ্জনা করুন।

মগধরাজ। বুঝেছি বৎস, তোমার প্রাণে ধর্ম্মভাব জেগেছে। সেতো ভালই। আমার পুত্র তুমি, ভাবী রাজ্যেশ্বর, এরূপ হওয়াইতো স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে বিবাহ করবে না কেন? আমার উপদেশ শোন বৎস। বিবাহ কর্ত্তব্য। পার্থিব কর্ত্তব্য পালন করেও ধর্ম্মাচরণ করা যায়। ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে প্রজারাও সুখে থাকে। মহারাজাধিরাজ দেবানাম্পিয় পিয়দশি ধর্ম্মাশোকের

কথা স্মরণ কর। তিনি রাজ্যশাসন প্রজাপালন করেও আমরণ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ছিলেন।

(গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ও নাচের কসরৎ করিতে করিতে নটবরের প্রবেশ—রাজা মন্ত্রী ও যুবরাজকে দেখিয়া জিভ কাটিল)—সর্ব্বনাশ! একেবারে তেরস্পর্শ! এখুনি ধরা পড়েছিলুম আর কি! এই যে বাপ ব্যাটায় কথা হচ্ছে—একটু দাঁড়িয়ে শোনাই যাক।

যশো। আপনি পিতা আপনি রাজা,—আপনার কাছে মিথ্যা বলব না,—আমার বিবাহে অপ্রবৃত্তির কারণ ধর্ম্মভাব নয়, অন্য কারণ আছে।

মগধরাজ। ধর্ম্মভাব নয়? অন্য কারণ আছে? অথচ সে কারণ আমায় বুঝিয়ে বলবে না? ভুলে যেও না বৎস—আমি পিতা, আমি রাজা। আমি জানতে চাই সে কারণ কি?

মন্ত্রী। যুবরাজ, মহারাজের কাছে আপনার গোপনীয় কিছু থাকতে পারে না। তাঁর আদেশ পালনও আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

মগধরাজ। যুবরাজ, চুপ করে থাকলে চলবে না।

যশো। আমি অক্ষম, আমায় দয়া করুন।

মগধরাজ। কারণ যদি বলতে না পার, তবে আমার আদেশ তোমাকে পালন কর্ত্তে হবে, যদি না কর তোমায় দণ্ড নিতে হবে। আমার ঘরে আমারই পুত্র যদি আমার আদেশ পালন না করে তবে অপর ভৃত্য কিম্বা প্রজা আমার আদেশ মানবে কেন?

মন্ত্রী। যুবরাজ, এখনও বুঝে দেখুন, রাজাদেশ অবহেলার জিনিষ নয়।

যশো। মহারাজ, আপনি পিতা, আপনার দণ্ড আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। আমায় দণ্ড দিন, তথাপি বিবাহ কর্ত্তে আদেশ করবেন না।

মগধরাজ। (সক্রোধে)—বারবার আমার আদেশের অবমাননা! আমি তোমাকে দণ্ডই দিব। আমি তোমার—তোমার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলাম। সৈনিক!

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

নট। প্রাণ-দণ্ড! না বাবা, ব্যাপারটাতো মোটেই মুখরোচক বলে বোধ হচ্ছে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারকে—

মগধরাজ। চুপ কর মন্ত্রী। কে রাজকুমার? রাজকুমার কেউ নয়। ও আমার একজন সাধারণ প্রজা, রাজাদেশ অমান্য করেছে, তাই ওর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি। (সৈনিকদ্বয়ের প্রতি)—একে বন্দি কর। (সৈনিকদ্বয় তরবারি উন্মুক্ত করিয়া যশোবর্দ্ধনের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল)—রুদ্রগিরি!

(রুদ্রগিরির প্রবেশ)

নট। না বাবা, এখান থেকে সরে পড়ি। এক দুই তিন—একি! পা চলছে না কেন? ও বাবা! প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে যে! প্রাণ! তুমি স্থিরোভব।—উঁহুঁ, দম আট্‌কে আসছে। আমারও অন্তিমকাল উপস্থিত নাকি?

মগধরাজ। রুদ্রগিরি, একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও, আমি এর ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই

রুদ্র। কা'কে মহারাজ?

মগধরাজ। বুঝতে পাচ্ছনা? এই যশোবর্দ্ধনকে।

(রুদ্রগিরি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

নট। নাঃ যাওয়া হল না। শেষ অবধি না দেখে গেলে পেট ফুলে মারা যাব। তাইতো, রাজার ছেলের দফাটা একেবারে নিকাশ হ'ল গা!

আমি তখনি জানি, এই পৃথিবীতে এসে না নাচলে কখনো রক্ষে আছে? কতদিন কত খোসামোদ কর্ল্ুম, কত বল্লুম,—'যুবরাজ! দয়া করে একটু নাচুন'—শুনলেন না। তাই তো আজ এই হাল হ'ল।

মগধরাজ। কি, নির্ব্বোধের মত চুপ করে রইলে যে? নিয়ে যাও।

যশো। পিতা, যাবার আগে শেষবার পদধূলি দিন,—তার বেশী চাইবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। (প্রণাম)

মগধরাজ। যশোবর্দ্ধন! পুত্র আমার!—নাঃ নিয়ে যাও।

যশো। তোমায় পেয়েছিলেম নিদ্রার মাঝে স্বপ্নের মত, মৃত্যুর মাঝে একবিন্দু অমৃতের মত। কে তুমি, কোথায় তোমার দেশ, তা জানবার সম্ভাবনাও আমার আর রইল না! তোমায় হারিয়েছি যদি, তবে মৃত্যুতে আমার আর ক্ষোভ কি?

(যশোবর্দ্ধন, সৈনিকদ্বয় ও রুদ্রগিরি অগ্রসর হইতেছিল)

নট। তাইতো, চল্লো যে! ও বাবা! দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার প্রাণটাও যে যায়!

মগধরাজ। চল মন্ত্রী, আমাদের অন্য কাজ আছে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

নট। (ব্যস্তভাবে)—মহারাজ, মহারাজ, যাবেন না, যাবেন না। যুবরাজ একটু দাঁড়ান।

মগধরাজ। কে নটবর? কি চাও তুমি?

নট। আজ্ঞে এই বলছি কি,—এই আমি—অর্থাৎ যুবরাজ—অর্থাৎ কিনা সেই আমি—

মগধরাজ। কি বলতে চাও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত কর। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না।

নট। এই বলছি মহারাজ,—অত তাড়াহুড়ো করবেন না, তাহ'লে খেই হারিয়ে ফেলব।

মন্ত্রী। ভয় কি নটবর, তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে নিঃশঙ্কচিত্তে মহারাজের কাছে ব্যক্ত কর।

নট। তাইতো, কি বলি? এক দুই তিন চার—দূর ছাই—কিছুই মনে আসছে না। হে মা দুষ্ট সরস্বতী! দোহাই বাবা! গোটাকত মিথ্যা কথা ঠোঁটের আগায় জুগিয়ে দাও বাবা!

মগধরাজ। আমাদের বেশী অবকাশ নাই নটবর, যা বলবার আছে শীঘ্র বল।

নট। আজ্ঞে এই বলছি, বলছি। অর্থাৎ,—এই যুবরাজ—অর্থাৎ এঁর এই মাথাটা—অর্থাৎ খারাপ হয়ে গেছে। অতএব—অথাৎ দয়া করে এঁর অপরাধ নেবেন না।

মগধরাজ। মাথা খারাপ হবার কিছু কারণ তুমি জান?

নট। আজ্ঞে জানি বই কি! তাইতো বলছি—হে ঠাকমা সরস্বতী আর গোটাকত কথা—এক দুই তিন চার—ব্যাস্—অর্থাৎ কাল সন্ধ্যেবেলা অতিথিশালায় এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি বল্লেন তিনি অসাধ্য সাধন কত্তে পারেন। আমি বল্লুম দয়া করে তার কিছু নিদর্শন দেখান। তিনি অগ্নি গাঁজায় না দম দিয়ে আকাশে হাত বাড়িয়ে কোত্থেকে একগাছি ফুলের মালা যোগাড় করে ফেল্লেন!—উঃ বলব কি মহারাজ, ভাবতে এখনো আমার গা শিউরে ওঠে।—তারপর সেই মালাছড়া আমায় দিয়ে বল্লেন—'এইটী যুবরাজের গলায় পরিয়ে দিও।'

মগধরাজ। তারপর?

নট। এই বলছি মহারাজ। অত তাড়াতাড়ি কর্লে ঘেবড়ে যাব যে! হে ঠাক্মা! আর গোটাকত কথা।—তারপর আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম—'এতে কি হবে?'—তিনি বল্লেন—'রাজকুমার আজ রাত্তিরে

একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখবেন। তা থেকে দেখবে কাল প্রভাতে কি রগড়টা হয়।' আমি মুখ্খু, অম্নি না বুঝে না স্থঝে সেই মালাছড়া যুবরাজের গলায় ঘুমন্ত অবস্থায় পরিয়ে দিলুম।

মগধরাজ। তারপর?

নট। তারপর আর কি? যুবরাজের স্বপ্ন দর্শন সঙ্গে সঙ্গে মস্তক ঘূর্ণণ।

যশো। মিথ্যাকথা। স্বপ্ন যদি, তবে এ মালা কোথা হতে এলো? আর সেই সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মালাই বা কোথায়?

নট। (স্বগত)—মালা! তাইতো, এ যে দেখছি আমায় [illegible] বোকা বানিয়ে [illegible]! তাইতো বলি, আমি নটবর শর্ম্মা, সাদা [illegible] মানুষ, জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলি নি,—আর আজ হঠাৎ এতগুলো মিথ্যা কথা কি আমার মুখ দিয়ে বেরোয়? যা বলব তা সত্য হতেই হবে। (প্রকাশ্যে)—আজ্ঞে তবে আর বলছি কি, ওই মালাই তো সন্ন্যাসী ঠাকুর দিয়েছিলেন।

যশো। কখনো নয়। তুমি মিথ্যা বলছ।

নট। হ্যাঃ! আমার দায় পড়ে গেছে। আপনার মুণ্ডু যাবে, তাতে আমার তো রয়েই গেল কি না।

যশো। মহারাজ, এর কথা বিশ্বাস করবেন না। আমাকে বাঁচাবার জন্য যা তা একটা [illegible] রচনা করে বলছে।

নট। রচনা? রচনা কি? আমি নেচে কুঁদে দিন কাটাই, আমার আবার রচনা কি? আমার বাবা কখনো রচনা কাকে বলে জানতেন না, আমি তো ছেলেমানুষ! বিদ্যালয়ে এই রচনার জন্য কি প্রহারটাই হজম করা গেছে, মনে হলে এখনও হৃদকম্প হয়। এদ্দিন বাদে এই বয়সে আবার সেই রচনা! না মহারাজ, আমি কস্মিনকালে রচনা করি নি—রচনা আমার মোটে আসেই না।

মগধরাজ। নটবর, তুমি সরল নির্ভীক সত্যবাদী বলে আমি তোমাকে স্নেহ করি। আর সেই জন্যই তোমাকে যুবরাজের সহচর করে দিয়েছি। তুমি যদি স্নেহ বশতঃ যুবরাজকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলে থাক তবে তোমার ভ্রম হয়েছে। তুমি এখনো সে ভ্রম সংশোধন কর্ত্তে পার।

নট। আজ্ঞে না, ভ্রম আমার কস্মিনকালেও হয় না। এত সস্তা ভ্রম হলে আমি কখনো নাচতে পার্ত্তুম, না নিত্য নূতন নাচ গড়তে পার্ত্তুম? পা ভুল হয়ে যেতো না? আর আমার কথার প্রমাণ তো পেলেন মহারাজ,—ঐ মালা।

মন্ত্রী। আচ্ছা, যুবরাজ কিরূপ স্বপ্ন দেখবেন সন্ন্যাসী ঠাকুর তা কিছু বলেছিলেন?

নট। বলেছিলেন বই কি? তা আর বলেন নি? সে স্বপ্নটা হচ্ছে—দোহাই ঠাক্‌মা আর একটু—অর্থাৎ একটী রাজকন্যা, পরমাসুন্দরী—এমন সুন্দরী নরলোকে কেউ কখনো দেখে নি—সেই রাজকন্যা যুবরাজকে বরণ কর্চ্ছে।

মগধরাজ। তুমি তার রূপের যেরূপ বর্ণনা কর্চ্ছ, তা'তে মনে হয় যেন তুমিও তাকে দেখেছ।

নট। আজ্ঞে দেখেছিই তো।

মগধরাজ। সে কি! সন্ন্যাসী ঠাকুর কি তোমাকেও স্বপ্ন দিয়েছিলেন নাকি?

নট। এই সেরেছে!—অর্থাৎ স্বপ্ন ঠিক নয়—তা ও এক রকম স্বপ্ন বল্লেই হয়।

মন্ত্রী। কিরূপ?

নট। অর্থাৎ তিনি বল্লেন—'তুই চোখ বোজ'।—আমি অম্নি চোখ

বুঝলুম। তখন তিনি আমাকে সে রূপ দেখালেন। অহহঃ! মহারাজ, সে কি রূপ! দেখলে হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ জ্ঞান থাকে না। আর সে যা নাচে—

মগধরাজ। নাচে?

নট। আজ্ঞে না, নাচে না—কস্মিনকালে নাচে না,—তার কোন পুরুষে কখনো নাচে নি।

মগধরাজ। আচ্ছা তুমি প্রহরী সঙ্গে নিয়ে অতিথিশালায় যাও, সেই সন্ন্যাসীকে অবিলম্বে আমার নিকট উপস্থিত কর।

নট। (স্বগত)—এই নাও, আরেক হাঙ্গামা! এ যে দেখছি আরশোলার মত মিথ্যার বংশবৃদ্ধি হয়ে চল্‌লো!—(প্রকাশ্যে)—মহারাজ, ঐখানটায়ই যা কিছু গোল বেধেছে। ভোর না হতেই সন্ন্যাসী ঠাকুর দয়া করে কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছেন, আমি তো কোন মতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

মগধরাজ। খুঁজে পাচ্ছ না?

নট। না মহারাজ, খুঁজে পাচ্ছি না। সারা সহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। অতিথশালায়, গোশালায়, পুকুর ধারে, নদীর তীরে শৌণ্ডিকালয়ে, দোকানে,—কত আর বলব মহারাজ, শেষটা হেঁসেল আস্তাকুড় এমন কি কারাগারে পর্য্যন্ত খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সেই তরমুজের মত নেড়া মাথাটা দেখতে পাচ্ছি না।

মগধরাজ। নটবর, তুমি মূর্খতার বশে কি গুরুতর অপরাধ করেছ তা বুঝতে পার্চ্ছ না। তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে পাগল করে দিয়েছ। একটা কাল্পনিক রূপ দেখে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে,—এমন উন্মাদ হয়েছে, যে নিজের প্রাণটাকে ধূলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ কর্ত্তেও সে কুণ্ঠিত নয়।

নট। তাইতো দেখ্‌ছি। মহারাজ, ঐখানটায়ই বা একটু ভ্রম হয়ে গেছে।

মগধরাজ। এ গুরুতর ভ্রম, এর জন্য তোমাকে গুরুতর দণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে হবে। আমি তোমাকে আগামী কল্য সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় দিলাম। তোমার সঙ্গে প্রহরী থাকবে, তুমি এই সময়ের মধ্যে সেই সন্ন্যাসীকে খুঁজে বার কর। যদি না পার, তবে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। (সৈনিক দ্বয়ের প্রতি)—তোমরা এখন থেকে বরাবর এই মূর্খের সঙ্গে থাক। এ যেখানে যেতে চায় যাক, আপত্তি করো না। তোমরা শুধু সঙ্গে থাকবে, দেখবে না পালায়। কাল সায়াহ্নে একে আমার নিকট উপস্থিত করবে। রুদ্রগিরি তুমি যেতে পার।

(রুদ্রগিরির প্রস্থান)

যশো। মহারাজ, এ দীনের অপরাধ মার্জ্জনা হয়—আমি এখনো বলছি, নটবর আমার প্রাণরক্ষার জন্য মহারাজের কাছে মিথ্যা বলেছে, আমার প্রাণের বিনিময়ে নিজের প্রাণ বলি দিতে চলেছে। আমি শপথ কর্ত্তে পারি।

মগধরাজ। মিথ্যা যদি, তবে ও মালা তুমি কোথায় পেলে? আমি কাশ্মীর হতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু ওরূপ আশ্চর্য্য ফুল কখনো দেখিনি, ওরূপ সুবাস কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

যশো। ও মালা—ও মালা—

মগধরাজ। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি এখন রুগ্ন, তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত। তোমার সঙ্গে এখন সেই রকম ব্যবহার কর্ত্তে হবে। চল মন্ত্রী, কুমারের রোগমুক্তির ব্যবস্থা করি গে। কুমার, তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো।

বশো। কিন্তু—

মন্ত্রী। আর কিন্তু নয় যুবরাজ, ভগবান তথাগত আপনার মঙ্গল করুন।

(নটবর ও সৈনিক দ্বয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নট। যাক, বাঁচা গেল। আপাততঃ একটা হ্যাঙ্গামা চুকলো। তারপর কাল সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়। এর মধ্যে এই নাচটা তৈরী করে ফেলতে হবে। যাবার আগে এপারের লোকগুলোকে এমন একটা চমক দেখিয়ে যাব, যে চিরকাল তাদের অন্ততঃ মনে মনে এই নটবরকে বাহবা দিতে হবে।—(সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে নৃত্য)

১ম সৈনিক। ও বাবা! নাচে যে! এ লোকটা কে গো! এমন তো কথনো দেখি নি।

২য় সৈনিক! পাগল বোধ হয়। ওগো!—শুনছ?—কোথায় যাবে যে চল না।

নট। দূর মূর্খ। সব গোলমাল করে দিলি! নাঃ, এ ব্যাটারা দেখছি নাচটা শেষ কর্ত্তে দিলে না। চল্ দেখি কোথায় একটু নিরিবিলি পাই।—

(সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান—
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রঙ্গপট

প্রেমিক ও প্রেমিকা।

গীত

উভয়ে।

আমি যারে বাসব ভাল সে হবে ভাই কেমনটী ?

প্রেমিক। রূপের রাজা—

প্রেমিকা। রূপের রাণী—

উভয়ে। ঠিক আমি ভাই যেমনটী।

প্রেমিক। তুমি কে গো ?

প্রেমিকা। তুমি কে গো ?

প্রেমিক। আমি সেই গো—

প্রেমিকা। আমি সেই গো—

উভয়ে। আমরা ভালবাসি, তাই তো হাসি, তাই দিয়েছি এ মনটী।

প্রেমিক। তুমি আমার

প্রেমিকা। তুমি আমার,—

প্রেমিক। আমি তোমার—

প্রেমিকা। আমি তোমার,—

উভয়ে। পেয়েছি ছাড়ব না আর, মন-বীণায় বাজল যে তার—

তোমাতে পেলাম যে প্রাণ চেয়েছিলাম যেমনটী

———

তৃতীয় দৃশ্য

বধ্যভূমি।

রুদ্রগিরি ও নটবর।

রুদ্র। আচ্ছা ঠাকুর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি এত বার সত্তেরো রাজাকে বলতে গেলে কেন? কেউ তো জানতো না, রাজপুত্র নিজেও জানতেন না,—এ অবস্থায় নিজে সেধে কেন এ ঝক্কি নিতে গেলে? তাইতো অকালে প্রাণটা খোয়ালে।

নট। ওইখানটায়ই একটু ভুল হয়ে গেল। আমি নাচের পা দিচ্ছিলুম, অতটা হিসেব করবার সময় পেলুম না, ঝড়াক্‌সে বলে ফেল্লুম। যাক, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। ও আর ভেবে কি হবে? এইবার ভাই তোর কাজটা শীগ্‌গির শেষ করে নে, তুইও নিশ্চিন্দি, আমিও রেহাই পাই। শুধু একটা দুঃখ রইল, নাচটা শেষ কর্ত্তে পার্লুম না। যাক্ গে। নে, আর দেরী করিস নে। হ্যাঁ দেখ্ একটা কথা—আমি মরে গেলে পা থেকে ঘুঙুর জোড়া খুলে নিয়ে তোর ছোট ছেলেটাকে দিস। সেদিন চেয়েছিল,—আমি নিজেই খুলে দিতুম,—কিন্তু একদিন ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলুম, জীবনে কখনো পা থেকে ঘুঙুর খুলব না। এদ্দিন করি নি, শেষ মুহূর্ত্তে আর প্রতিজ্ঞাটা ভাঙ্গব না। তুই খুলে নিস কিন্তু ভাই, ভুলে যাস নে।

রুদ্র। তোমার তো ঠাকুর সংসারে আপদ বালাই জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নেই, তবে তুমি যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?

নট। ওরে ছিল রে ছিল, সে তুই কি জানবি বল? আর সে কথা তোকে এখন বলেই বা কি হবে? এইবার চট্‌পট্ কাজটা শেষ করে নে।

রুদ্র। ঠাকুর, তুমি সদানন্দ পুরুষ, চিরকাল আনন্দ করে বেড়িয়েছ। তোমার আপন পর ছিল না, ছোট বড় ছিল না, জীবনে কাউকে কথনো ঘৃণা কর নি, ব্যথা দাও নি। আমি ঘাতক, রাজ্যের লোক সবাই আমাকে ঘৃণা করে, পথে দেখতে পেলে লোকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সেই আমায়ও তুমি কতদিন গলা জড়িয়ে ধরে ভাই বলে আদর করেছ,—আজ কিনা তোমার এই হাল!—আর সে কাজের ভার পড়ল কিনা আমারই উপর!

নট। এই রে, ব্যাটা মরেছে। ওরে বাপু তোর গোষ্ঠীর পায়ে পড়ি, তুই ঘাতক আছিস্, ঘাতকই থাক, দার্শনিক হোস নে। এখন বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে, এসো তো সোণার চাঁদ আমার, মাণিক আমার, ঝাঁ করে একটা কোপ এই গর্দ্দানাটার উপর বসিয়ে দাও তো, আমি পাড়িটা জামিয়ে ফেলি।

রুদ্র। এ হাতে অনেক মানুষ মেরেছি ঠাকুর, কথনো এতটুকু দরদ হয় নি। কিন্তু কি জানি কেন তোমাকে কাটতে হবে ভাবলেই আমার প্রাণটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠছে।

নট। প্রাণ! তো ব্যাটার আবার প্রাণ আছে নাকি? কৈ দেখি? (বক্ষস্থল পরীক্ষা করিল—ঘাতক অবাক্)—আচ্ছা দেখ্—রাজা যে আমার ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চেয়েছে তা মনে আছে? না ভুলে গেছিস? যদি তোর দেরী হয়, তাহ'লে কি হবে জানিস?

রুদ্র। তা জানি—কিন্তু—

নট। আবার কিন্তু! দেখ্, আমি তোকে সাফ্ বলছি, তুই যদি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিস, তাহ'লে আমি ছুটে গিয়ে রাজাকে বলব—'মহারাজ, ঘাতক আপনার আদেশ পালন কর্চ্ছে না'—বুঝলি?

রুদ্র। তুমি ঠিক বলেছ ঠাকুর। আমি ঘাতক, আমার আবার প্রাণ

কি? যে হুকুমের চাকর, তার আবার দুঃখ দরদ কি? না, আর দেরী নয়। এসো ঠাকুর, ওই পাথরটার উপর মাথাটা রেখে শুয়ে পড়।

নট। ভ্যালা মোর ভাই—(নটবর প্রস্তরের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিল, রুদ্রগিরি খড়্গ উত্তোলন করিল)—

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।—(নেপথ্যে)—

গীত।

দেরে না দেরে না দেরে দেরে ত্রিম্ তা তানা না
না দেরে দেরে দেরে তুম্ দেরে দেরে দেরে তা দাতা দেরে না

নট। ও ভাই সবুর, সবুর—একটু সবুর কর।

(রুদ্রগিরির হাত হইতে খড়্গ পড়িয়া গেল)

রুদ্র। এ কি গান! এমন গানতো কখনো শুনিনি।

নট। মরি মার, কি চমৎকার সুরটী দিয়েছে!

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।—(নেপথ্যে)—

গীত।

দেরে না দেরে না দেরে দেরে ত্রিম্‌তা তানা না

রুদ্র। আহা হা! প্রাণটা যেন গলে গেল!

নট। ভাই, তোর দুটী পায়ে পড়ি, আমায় একটু সময় দে, আমি একবার নেচে নি।

রুদ্র। নাচবে? নাচবে কি ঠাকুর? মরণকালে কেউ কখনো নাচে?

নট। নাচে না? তা না নাচুক, কিন্তু আমি নাচব—জন্মের শোধ একবার নাচব। ভয়ঙ্কর নাচব—এমন নাচ নাচব যা তুই বাপের

জন্মে কখনো দেখিস নি। কি ভাবছিস? দে ভাই একটু সময়—
এ পৃথিবীতে আর তো নাচবার সুযোগ পাব না।

(পরিকুমার পরিকুমারীগণ গাহিতে লাগিল—
নটবর নৃত্য করিতে লাগিল)—

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।

গীত।

দেরে না দেরে না দেরে দেরে ত্রিম্ তা তানা না।
না দেরে দেরে দেরে তুম্ দেরে দেরে দেরে তা দাতা দেরে না।
ও দা তা না ও দা তানা ত্রিম্ তা তানা না—
না দেরে দেরে দেরে তুম্ দেরে দেরে তানা না না দেরে না।
ত্রিম্ তা তা না না ত্রিম্ তা তানা না ত্রিম্ তানা না না॥

রুদ্র। এ কি আশ্চর্য্য!

নট। বাঃ চমৎকার! আমার জীবন সফল হল। নাচে এত আনন্দ তা কে জানত? তাইতো কি করি! এ আনন্দ যে প্রাণের ভিতর ধরে রাখতে পার্চ্ছি না। ভাই ঘাতক! আজ বড় আনন্দ! আয় ভাই কোলাকুলি করি, (আলিঙ্গন)

রুদ্র। আচ্ছা ঠাকুর বলতে পার। এই যে গান গাইলে এরা কারা? বাঁশীর সুরের মত মিঠা আওয়াজ কানের ভিতর দে প্রাণে গিয়ে সেঁধুলো, এদের গায়ের গন্ধ পেলুম—তেমন গন্ধ রাজার ফুল বাগানেও কখনো পাইনি। সে গন্ধ আমায় মাতাল করে দিয়েছে, আমার বুকের ভিতরটা কি জানি কেমন করে উঠছে, আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

নট। এই রে! হতভাগা আবার কবিত্ব সুরু করেছে! ওরে ব্যাটা, এরা কারা তা আমি কি করে জান্‌ব? আর জানবার দরকারইবা

কি? গানের মত গান পেলুম, প্রাণভরে নেচে নিলুম—ব্যাস্ এই পর্য্যন্ত। এখন যা বলি শোন্। মাথা টাথা ঘুলে এখন চলছে না। মাথা যদি ঘোরেতো সে মাথা বাঁচাবি কি করে? আমার এই কাঁচা মাথাটা নিয়ে গিয়ে যে রাজার কাছে হাজির কর্ত্তে হবে, তা মনে আছে?

রুদ্র। না ভাই আমার কিছু মনে নাই, আমি সব ভুলে গেছি—কিন্তু এরা কারা?

নট। ওরে হতভাগা ভুলে গেলে চলবে কেন? শোন্, আমি তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ—আমার—অর্থাৎ এই মাথাটা—অর্থাৎ এক কোপে কেটে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির কর্ত্তে হবে। নে তোর খাঁড়া শক্ত করে ধর্, আমি ওই পাথরের উপর শুয়ে পড়ছি। ওকি? তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল!

রুদ্র। কিন্তু এরা কারা?

স্বপ্ন। (রুদ্রগিরির কাণে কাণে)—আমরা রাক্ষস, তোর ঘাড় মট্কাতে এসেছি।

রুদ্র। রাক্ষস? আমার ঘাড় মট্কাতে এসেছিস? তবে তাই মট্কা ভাই, আমি এই পাগলা ঠাকুরের প্রাণটা নেওয়া থেকে রেহাই পাই।

নট। ক্ষেপে গেছে—একেবারে ক্ষেপে গেছে। কিন্তু প্রশ্নটাও নেহাৎ অন্যায় নয়—এমন গান গাইলে—এরা কারা?

কল্পনা। (নটবরের কাণে কাণে)—আমরা ভূত পেত্নী, ওপার থেকে এসেছি, তোমায় নিয়ে যেতে, তোমার কাছে নাচ শিখব বলে।

নট। বাহবা! বাহবা! তাইতো বলি, ভূত পেত্নী না হলে অমন গান কখনো মানুষের গলা থেকে বেরোয়? ভাই ভূত পেত্নী,

তোদের জয় জয়কার হোক, তোরা চিরজীবি হয়ে থাক্। আমায় নিয়ে চল, আমি এমন নাচ তোদের শেখাব, যে লোকে তোদের নামে আর ভয় পাবে না, উল্টে যে করবার জন্য তোদের খুঁজে বেড়াবে। ভাই ঘাতক, দে ভাই চট্‌পট্ কাজটা শেষ করে, আমি চলে যাই। দেখছিস না, আমার সাগ্‌রেদরা সব আমার জন্য অপেক্ষা কর্চ্ছে।

রুদ্র। কৈ রাক্ষস, ঘাড় মট্‌কালি না?

নট। এই রে, ক্ষেপে গিয়ে আবল তাবল বকতে সুরু করেছে। না, ওকে দিয়ে দেখছি কোন কাজ হবে না। ও ভাই ভূত পেত্নী, তোরাই যে হয় ওর হয়ে কাজটা সেরে নে। দয়া করে এসেছিস যদি, তবে আর দেরী করবার দরকার কি?

কল্পনা। (নটবরের কাণে কাণে)—ও কাজ আর কর্ত্তে হবে না, আমরা তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাব।

নট। কর্ত্তে হবে না? নিশ্চয় হবে। নইলে ও ব্যাটার গতি কি হবে?

কল্পনা। ওর উপায় আমরা করব।

নট। কি উপায় করবি শুনি?

কল্পনা। সে তোমার শুনে কি হবে?

নট। উঁহুঁ সেটী হচ্ছে না। তোরা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যাবি, তাতে আমি বড় রাজি নই। আর দেখ্, আমার কথা না শুনলে আমি তোদের নাচও শেখাব না, তা বলে দিচ্ছি।—কি ভাই, চুপ করে রইলি যে? রাগ কর্লি? রাগ করিসনে ভাই। আচ্ছা তোরাই বল দেখি, এই হতভাগাকে বিপদের মুখে ফেলে আমি কি যেতে পারি?

বিভোর। ও ভাই রাজপুত্তুর আসছে।

মদিরা। ঠিক হয়েছে,—আসতে দাও।

(যশোবৰ্দ্ধনের প্রবেশ)

যশো। নটবর! নটবর! (আলিঙ্গন)

নট। (কৃত্রিম কোপ সহকারে)—ভাল জ্বালাতন! আচ্ছা কেন বলুন দেখি, এ সময় আবার রসভঙ্গ কর্ত্তে এলেন?

যশো। নটবর, ভাই, কেন তুমি এ কাজ কর্লে? আমাকে বাঁচিয়ে তোমার কি লাভ হ'ল, আর আমারই বা কি লাভ হ'ল? এ জীবন যে আমার দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে ভাই, আর তো পারি না।

নট। দেখুন, আপনি যুবরাজই হোন আর যেই হোন, আপনার রসবোধ মোটে নাই, তা আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। এমন জমে উঠেছে, তার মাঝখানে আপনি কি না কাঁদুনী সুর ধর্লেন? বিশেষ ওতে নাচের পা চলে না। যাক্, দেখুন, এখন এক কাজ কর্ত্তে পারেন? এই ঘাতক ব্যাটা মাতাল হয়ে এসেছে, মহারাজের হুকুম তামিল কর্চ্ছে না। আপনি দয়া করে এই খাঁড়াগাছটা নিয়ে এই অধীনের গলদেশের সুড়সুড়িটা নিবৃত্তি করে দিতে পারেন?

যশো। তার চেয়ে তুমি এখান থেকে পালাও না বন্ধু!

নট। তারপর?

যশো। তারপর মহারাজের কাছে যা কৈফিয়ৎ দিতে হয় আমি দেব।

নট। আহা হা! কি আমার রসের কথা রে! দেখুন, সে সব হবে টবে না। এখন যা বলছি, তা কর্ত্তে পারেন?

যশো। না বন্ধু, তা আমি কিছুতেই পারব না।

নট। তা পারবেন কেন? পার্লে এ দীনহীনের কিঞ্চিৎ সুবিধা হয় কি না, কাজেই তা পারবেন না। কোনকালে কারু এতটুকু

উপকার করা আপনার কোষ্ঠিতে লেখে নি, তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। যাক্, না যদি পারেন তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে আর বক্‌বক্ করে মন মেজাজ খারাপ করবেন না। দয়া করে এখান থেকে বিদায় হোন।

যশো। নটবর!

নট। আবার! বলি যাবেন না এখান থেকে?

যশো। আমায় মার্জ্জনা কর ভাই, আমায় দয়া কর।

নট। না, এ কাঁদুনী সুর অসহ্য। দেখুন, যাবেন না আপনি এখান থেকে? যাবেন না তো? তাহ'লে দেখুন মজা! কোথায় রে আমার ভূত পেত্নী সাগ্‌রেদ্‌রা!

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। (চারিদিক হইতে)—জি ওস্তাদ?

যশো। এ কি!

নট। এই রাজপুত্তুরটাকে ধরে এখান থেকে সরিয়ে দে তো।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। জি ওস্তাদ!

স্বপ্ন। রাজপুত্তুর, চল।

যশো। তোমরা কে? আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।

গীত

চল বঁধু, চল চল, চল সেই দেশে—
যেথা নীল সাগরে লহর তুলে
অরুণ উষা প্রথম হাসে।
যেথা ফুলে ফুলে নূতন গন্ধ, পাখীর গানে নূতন ছন্দ,
নূতন স্বপন উথ্‌লে উঠে জ্যোছ্‌না ফোটে নীলাকাশে!
(যেথা) শিউরে ফোটে নূতন কলি দখিন হাওয়ার প্রেম-পরশে!

যশো। কোথায় সে দেশ? আমি তো কিছুই বুঝলেম না।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।

গীত

যেথা হাসি, বাঁশী, রূপের রাশী পাগল করে প্রাণ,
বিদেশিনী বিদেশীরে আপনা করে দান,—
যেথানে লাগল ধাঁধা, বঁধুয়া পড়লে বাঁধা তার পাশে—
সেই দেশে, (ওগো !) সেই দেশে, (ওগো !) সেই দেশে॥

যশো। নিয়ে চল, নিয়ে চল আমায় সেখানে। তোমরাই সেদিন আমাদের মিলন-বাসরে গান গেয়ে আনন্দ করেছিলে। সে সুরের রেশ এখনো কানে বাজছে। তোমরাই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আমার প্রাণ রক্ষা কর।

কল্পনা। মশাই, রক্ষা করব বলেই তো এসেছি, এখন দয়া করে চলুন।

নট। হাঁ হাঁ, কেমন ভূত পেত্নী ছেড়ে দিয়েছি, চালাকী করবার আর যোটী রাখি নি। এক ফুস্ মন্তর ঝাড়তে না ঝাড়তেই ব্যাস্—সুর বদ্‌লে গেছে! বদ্‌লাতেই হবে, বদ্‌লাতেই হবে। নিয়ে যা, নিয়ে যা।

যশো। না না, আমি তো যেতে পারব না, এই হিতৈষী বন্ধুকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পারব না।

নট। এই নাও, আমার সুর বদ্‌লেছে। এইবার খেলে বুঝি ভূত পেত্নীদের কানমলা।

স্বপ্ন। কিন্তু মশাই, না গেলে যে আপনার প্রেয়সীটি হাতছাড়া হয়ে যান, তার কি? এখুনি না গেলে আর কিছুতেই কোনমতে তাকে পাবেন না—তা জেনে রাখুন।

যশো। তাই তো, কি করব? কি করব? না না, আমি যেতে পারব

না। বহু ভাগ্যে একবার তার দর্শন পেয়েছিলেম—স্বপ্নে। আজ সে সত্য সত্যই আমার জন্য অপেক্ষা কর্চ্ছে, সাগরের পরপার হতে আমায় আহ্বান কর্চ্ছে,—কিন্তু তবু তো আমি যেতে পার্চ্ছি না। তাকেও যদি হারাতে হয় হারাব, প্রাণ যায় যাবে, তবু সুহৃদ্! তোমায় এই বিপদের মুখে ফেলে আমি যাব না।

নট। (ভেংচাইয়া)—না, যাবেন না, আব্দার। আপনাকে যেতেই হবে। নিয়ে যা ভূত পেত্নীরা, জোর করে ধরে নিয়ে যা।

কল্পনা। (জনান্তিকে) মশাই একটা সৎপরামর্শ শুনুন। আপনার দেখছি বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু নেই। এ ব্যাটা কোথাকার কে, মলো কি বাঁচলো তাতে আপনার কি? আপনি নিজের কাজ গুছিয়ে নিন না।

যশো। না বন্ধু, তা হবার নয়। এত নীচ, এত কৃতঘ্ন কি মানুষ হতে পারে? পৃথিবীতে নিজের সুখটাই কি সব চেয়ে বড়? তার বড় আর কিছু নাই।

নট। না নাই—কক্ষনো নাই—আমি বলছি নাই। ভাল জ্বালাতন যা হোক!

যশো। শোন, আমি জানি—সে দেবী। আমি তার যোগ্য না হতে পারি, কিন্তু তবু আমি তাকে চাই, তাকে পাবার আশা করি। কিন্তু এ যদি আমা দ্বারা সম্ভব হয় তবে তাকে চাইবার স্পর্দ্ধা ও আমার আর থাকবে না।

নট। না, আমার আর ধৈর্য্য থাকছে না। শেষটা কানমলার ব্যবস্থাই কর্ত্তে হ'ল দেখছি।

স্বপ্ন। শোন বন্ধু, আমরা তোমায় পরীক্ষা কর্চ্ছিলেম। তুমি এত নীচ হলে তাকে পেতে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার এই সহৃদয়

সুহৃদ্‌কে বাঁচাবার ভার আমাদের। সে ভার আমরা সানন্দে গ্রহণ কর্চ্ছি।

যশো। সত্য বলছ?

স্বপ্ন। বিশ্বাস কর, আমরা সত্য বলছি, বিশ্বাস কর।

যশো। আঃ বাঁচলেম! চল তবে।

কল্পনা। এই তো ভদ্রলোকের মত কথা। আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।

(কল্পনার সহিত যশোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

নট। বাবাঃ, আমিও বাঁচলেম। অনেকটা সময় বাজে নষ্ট হয়ে গেল। যাক্, আর দেরী নয়। ওরে ভূত পেত্নীরা!

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। জি ওস্তাদ!

নট। এইবার ভাই দয়া করে আমার কাঁধ থেকে মুগুর বোঝাটা নামিয়ে দে, একটু জিরিয়ে বাঁচি।

স্বপ্ন। তাকি হয় ওস্তাদ?

নট। হয় না? আমার কথা শুনবি না তাহ'লে? তবে যাঃ, নাচ শেখা তোদের বরাতে নেই।

বিভোর। ওরে রাজা আসছে রে, রাজা আসছে!

মদিরা। তার আগে আয় ভাই এই ঘাতক ব্যাটাকে হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে ফেলে রেখে দি, তাহলে আর ওকে কিছু বলতে পারবে না।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। ঠিক, ঠিক বলেছিস ভাই, আয় তাই করি।

(তথাকরণ)

নট। এ আবার কি কাণ্ড! ওরে, ওরে তোরা ওকে বাঁধছিস কেন? নাঃ, শেষটা দেখছি নিজেকেই কাজটা সারতে হল। কিন্তু প্রশ্ন

হচ্ছে—মুণ্ডুটা নিয়ে যাবে কে? কন্ধকাটা হয়ে নিজে তো আর বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।

(মগধরাজের প্রবেশ)

মগধরাজ। এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? ঘাতক কি আমার আদেশ পালন করে নি? না যদি করে থাকে, তাকে শূলে দেব। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! বধ্যভূমির চারিধারে সৈনিকরা সব নিদ্রিত হয়ে আছে, আমি এত চেষ্টা করেও কিছুতেই তাদের জাগাতে পার্লেম না। আবার পথে আসতে আসতে মন্ত্রীর কাছে শুনলেম যুবরাজকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তো কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না। এ কি! এ মনোহর সুগন্ধ কোথা হতে আসছে?

পরিকুমার পরিকুমারিগণ। মহারাজ, পা লাগি, করম ফরমাইয়ে।

মগধরাজ। এরা কারা!—কে তোমরা?

স্বপ্ন। আজ্ঞে আমরা,—আমাদের চিনতে পার্চ্ছেন না? সেই যে সেই-

গীত।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ।

আমরা তোমার প্রজা,
তুমি মোদের মাথার মণি তুমি মোদের রাজা।
আমরা ঘুরি ফিরি নৃত্য করি তোমার আশে পাশে,
কুড়ায়ে ফুল গাঁথি মালা তোমায় ভালবেসে—
তুমি গোম্‌রা মুখে হাসনাতো,—নয়নজলে ভাসনাতো—
খাম্‌খা কেন্‌ তেড়ে এসো, দিতে চাও সাজা?
ওগো ঠাণ্ডা হও না খানিক, চটো কেন মাণিক?
দেখ বুকের ভেতর লুকিয়ে আছে পরাণটী তাজা—
সে যে ফুড়ুক্‌ ক'রে যাবে উড়ে পাবে না মজা॥

মগধরাজ। কৈ, আমি তোমাদের চিনতে পার্চ্ছি না। তোমরা কে? এখানে কেন এসেছ?

বিভোর। আজ্ঞে একটু দরকার পড়েছে তাই এসেছি, নইলে কি আসি?

মগধরাজ। দরকার? কি দরকার?

মদিরা। মহারাজ কি আমাদের কার্য্য কলাপ কিছু দেখেন নি? আমরাই তো আপনার সৈনিকদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

স্বপ্ন। আর রাজকুমারকে বেড়াতে নিয়ে গেছি।

বিভোর। আর ওই পরমারাধ্য পরমপূজনীয় ঘাতক মহাশয়ের কি হাল করেছি তা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন।

মগধরাজ। তাই তো! তাহলে নটবরের প্রাণদণ্ড হয় নি!

নট। উঁহুঁ। কৈ আর হ'ল মহারাজ। সেই ছেলেবেলা থেকে এই অনাবশ্যক মুণ্ডুটার বোঝা বয়ে বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর পারি না। ভেবেছিলেম মহারাজের দয়ায় আজ সে বোঝাটা কাঁধ থেকে নামবে। কিন্তু এম্নি বরাৎ, তাতেও ক্রমাগত বাগ্‌ড়াই পড়ে আসছে। যাক, মহারাজ যখন এসে পড়েছেন, তখন আর ভাবনা নাই। এইবার দয়া করে এই দীনহীন অধীনের বোঝাটা নামিয়ে দিয়ে তাকে চরিতার্থ কর্ত্তে আজ্ঞা হোক।

মগধরাজ। আমি তোমার রহস্যের পাত্র নই নটবর। তবে হ্যাঁ, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব।

(তরবারি কোষমুক্ত করিবার চেষ্টা)—এ কি তরবারি কোষমুক্ত হচ্ছে না কেন?

স্বপ্ন। কৈ মহারাজ, কি হল? বধ করুন।

বিভোর। বধ করুন মহারাজ দেরী করবেন না।

নট। তাই তো! এ ব্যাটা বেটীরা কে গো! সত্যিকার ভূত পেত্নী নাকি? তাহ'লে রাজপুত্রটা—

(ইতিমধ্যে তরবারি কোষমুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় ও ক্রোধে মগধরাজের মুখ বিকৃত ও আরক্ত হইয়া উঠিল)

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(উচ্চহাস্য)
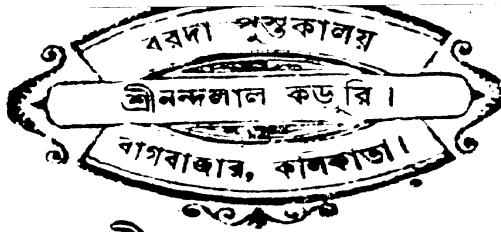
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—রঙ্গপট।

গীত

কুমার কুমারীগণ।

তোমার মনের বনে আমি হারিয়ে গিয়েছি—
বিভোর হয়ে রূপের মধু আজকে পিয়েছি—
ওগো পথিক ! ওগো রূপের বণিক !
আঁখির আগে দাঁড়াও ক্ষণিক—
আমার জীবন মরণ সখা, তোমায় দিয়ে ফেলেছি ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিপ্পন রাজধানী—রাজপথ।

গীত

নাগরিক নাগরিকা—

পু—আমার প্রাণপ্রেয়সী দেখন হাসি গো !
নয়না হেনে কেন চলে যাও ?
মধুর লোভে ভুলিয়ে এনে কেন হল কোটাও ?
স্ত্রী—আহাহা ! রসিক নাগর ! মাইরি ? বল কি !
এত প্রেম !
তোমার শুক্‌নো প্রেমের বুকনি শুধুই মিছে কেন জ্বালাও ?

পু—আমি তোমার জন্তে মরি—

স্ত্রী—তোমার চাই কলসী এবং দড়ী,—

তাই দেখ না জোটে যদি আমায় রেহাই দাও।

পু—তবে নমস্কার, আমি এই চল্লুম।—

স্ত্রী—আহাহা, চটো কেন ?—আমি কি তাই বল্লুম ?—

পু—না না আমি রেগেছি—

স্ত্রী—আমি ঘুমিয়েছিলুম জেগেছি—

উভয়ে—এখন প্রেম জোয়ারে চল ভেসে, প্রেমের ফাঁসী পরে নাও।

(কথোপকথন করিতে করিতে দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। সো দেস্কা ? (১)

২য় নাগরিক। সো। (২)

১ম নাগরিক। তাহ'লে রাজকুমারীর কি হবে ?

২য় নাগরিক। কি আবার হবে ? কাল তাঁর অবরোধের তিন দিন পূর্ণ হবে। কাল পর্য্যন্তও তিনি এইরূপ সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাজাবরোধে বাস করবেন। যদি এই সময়ের মধ্যেও তাঁর সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত না হয়, তবে পরশ্ব তাঁকে জোর করে চিন রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে, সম্রাটের এইরূপ আদেশ।

১ম নাগরিক। তাইতো ভারি আশ্চর্য্য কথা!

(ঠেলা গাড়ীতে করিয়া কতকগুলি খাবার চা প্রভৃতি লইয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে জনৈকা চা-ওয়ালীর প্রবেশ। নাগরিকদ্বয় দুইজনে কিঞ্চিৎ খাদ্য ক্রয় করিয়া মূল্য দিল)

চা-ওয়ালী। হাঁই। আরিগাঁতো। (৩)

(চা-ওয়ালী ও নাগরিকদ্বয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান—

(১) তাই কি ? (২) হ্যাঁ তাই ? (৩) ধন্যবাদ

নটবরের প্রবেশ)

চা-ওয়ালী। (নেপথ্যে)—ও চা—আ—আ—আঃ।

নট। তাইতো, এ কোথায় এসে পড়লুম? ভূত পেত্নীরা নাচ শিখবে বলে আমায় ভুলিয়ে এনে এ কোথায় ছেড়ে দিলে? যে রকম ঝড়ের বেগে বয়ে নিয়ে এলো তাতে রাস্তাঘাট তো কিছুই ঠাহর পেলুম না। তাহ'লে এইটাই কি ওপার? তাই বোধ হয় হবে। কিন্তু এটা তো দেখছি অনেকটা আমাদের ওখানকারই মত। সেই রকম বাড়ী, ঘর, রাস্তা, ঘাট, দোকান, পসার, মিন্সে, মাগী, গরু, ছাগী, সব। তা'হলে কথা হচ্ছে—এটা স্বর্গ কি নরক? বোধ হয় নরকই হবে। নইলে আমি পৃথিবীতে যে রকম পুণ্য সঞ্চয় করেছি তা'তে আমার তো স্বর্গে আসবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পুঁথীপত্রে নরকের যে রকম বর্ণনা পড়া গেছে সে রকম তো কিছুই দেখছি না। যাক্ গে, ক্রমশঃ দেখে শুনে নেওয়া যাবে! আপাততঃ বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে যে, তার কি করি? ট্যাঁক তো একদম দোরস্ত। নরকটা যে স্বাস্থ্য-নিবাসের মত স্থান, এলেই প্রচণ্ড ক্ষিদে পাবে, এ তথ্যটা জানা থাকলে আগে থেকেই কিছু রেস্ত সঙ্গে আনা যেত। আচ্ছা তাই বা কেন? এটা যখন নরক, মিনি ভাড়ায় যখন পরের কাঁধে চড়ে এতদূর আসা গেছে, তখন খোরাকীর জন্য নিশ্চয় পয়সার দরকার হবে না।—হতেই পারে না। কোন বেদে পুরাণে এরকম লেখে নি। অতএব নটবর ভেব না। একটু স্থির হয়ে দেখ কি হয়।

(ছদ্মবেশে মিকাডোর প্রবেশ)

মিকাডো। ভগবাল বুদ্ধ এতদিলে এদেশের প্রতি বুখ তুলে চেয়েছেল। তাই আবি বগধরাজের বলধুত্ব লাভ করে ধল্য হয়েছি। তিলি

আমাকে কয়েকখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। সেগুলি অনুবাদ করিয়ে এদেশে প্রচার কর্ত্তে হবে। কিন্তু অনুবাদ করাই কাকে দিয়ে? এদেশে পালী ভাষায় এমন পণ্ডিত কে আছে? আমি নিজে বহুভাষাবিদ্ বলে আমার অহঙ্কার ছিল, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়েছে। যে ভাষা এদেশের কেউ জানে না, সেই দেব-ভাষা পর্য্যন্ত আমি জানি। কিন্তু তার অপভ্রংশ পালী ভাষায় আমার জ্ঞান অতি সামান্য। সে জ্ঞান নিয়ে ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ অসম্ভব। তাইতো কি করি?

নট। নাঃ, ভেবে আর কি করব? যা থাকে কপালে, চোখ কাণ বুজে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়ি।

(চা-ওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ)

চা-ওয়ালী। ও চা—আ—আ—আঃ।

নট। এই যে সম্মুখেই খাদ্য উপস্থিত। ভালই হল, আমাকে আর কষ্ট করে দোকানে যেতে হল না।—ওগো সুন্দরী! আমায় কিছু খাবার দাও তো।

চা-ওয়ালী। আনাতা নিহঙ্গো নো কতোবা ওকারিমাসিন? (১)

মিকাডো। একে? পরিচ্ছদ দেখে আর্য্যাবর্ত্তের লোক বলেই তো বোধ হচ্ছে।

নট। মাগী গালাগাল দিচ্ছে না তো? কিছু খাবার—খাবার—(ইঙ্গিত)—কিছু খাবার দাও।

(চা-ওয়ালী হাত বাড়াইয়া ইঙ্গিতে পয়সা চাহিল, নটবর জামার ভাঁজ উল্টাইয়া ট্যাঁক ঝাড়িয়া পয়সা নাই জানাইল—চা-ওয়ালী নটবরের

(১) আনাতা……ওকারিমাসিন্?—আপনি কি নিপ্পনের ভাষা জানেন না?

কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রচুর হাসিতে লাগিল—সহসা তাহার হাসি বন্ধ হইয়া গেল—সে নটবরের অঙ্গুলির হীরকাঙ্গুরীয় স্পর্শ করিয়া দেখাইল)

নট। নাঃ, এ নরক না হয়ে যায় না। খাবার চাইলে পয়সার জন্ম হাত বাড়ায়, না দিতে পার্লে দাঁত বের করে হাসে, আবার হীরার আংটী দেখলে গম্ভীর হয়—এ যদি নরক না হবে, তবে নরক আবার কোথায়? কিন্তু এ আংটী দি কি করে? যুবরাজের প্রীতি-উপহার —আরে দুত্তোর প্রীতি-উপহার—নরকে আবার প্রীতি-উপহার কি? আগে তো খেয়ে বাঁচি, পিছে দেখ্ লেঙ্গে।

(নটবর অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক চা-ওয়ালীকে দিল। সে উহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কিমোনোর আস্তিনের পকেটে রাখিয়া নটবরকে সম্ভ্রমের সহিত খাদ্য প্রদান করিল। মিকাডো অগ্রসর হইয়া আসিল)

চা-ওয়ালী। মাকোতোনি আরিয়াঁতো। আনাতা থাকসান্ ইরোসী (১)

মিকাডো। (চা-ওয়ালীর প্রতি) ইকুরা দেসুকা? (২)

চা-ওয়ালী। (অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া মুখভঙ্গী করিল)—গোজু সেন (৩)

(মিকাডো তাহাকে একটী আধুলি প্রদান করিয়া আংটী ফিরাইয়া লইল, সে মুখ ভার করিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া যাইতে লাগিল ও এক একবার ফিরিয়া নটবরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—মিকাডো অঙ্গুরীয়টী নটবরের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল)

নট। নরকেও দেখছি ভদ্রলোক আছে। নাঃ, এটা যে খাঁটী নরক, সে বিষয়েই এক একবার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে। মহাশয়-

(১) যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ। আপনি অতি চমৎকার লোক।

(২) দাম কত?

(৩) পঞ্চাশ সেন=অর্দ্ধ মুদ্রা।

আপনি যেই হোন আপনাকে বহু ধন্তবাদ। দয়া করে বলতে পারেন এ কোন স্থান ?

মিকাডো। এ দেশের নাব লিপ্পল।

নট। সে আবার কি ?

(চা-ওয়ালী নটবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ম বহু চেষ্টা করিতেছিল, এক্ষণে সহসা উভয়ের চক্ষু মিলিত হওয়ায় চা-ওয়ালী ঈষৎ হাসিয়া তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে প্রস্থান করিল)

নট। ও বাবা ! এ নরক, নিশ্চয় নরক, কোন সন্দেহ নাই। এ ব্যাটা বোধহয় এখানকার গোমস্তা। না বাবা, দরকার নাই বেশী ঘাঁটিয়ে,—পালাই।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মিকাডো। ধল্য ভগবাল তথাগত তুবিই ধল্য।

নট। ওরে বাবা, ওই ধর্লে—

মিকাডো। বশাই চল্লেল যে। শুলে যাল শুলে যাল।

নট। নাঃ পালান হ'ল না। ব্যাটা গোমস্তা এখুনি ধরে ফেলবে। (ফিরিয়া)—কে বাবা তুমি হিতৈষী বন্ধু শূলে যেতে বলছ ? ইচ্ছা হয় কুম্ভীপাক টাকে চালান কর্ত্তে পার, শূলে দেবে কেন ?

মিকাডো। আজ্ঞে লা আবি তা বলি লি। আবি বলেছি—শুলে যাল—অর্থাৎ শ্রবল করুল।

নট। ওঃ তাই। আচ্ছা মহাশয়, আপনার নাসিকাটী তো নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ। তাই বলে 'ন'টাকেও কি ভাতে দিয়ে আহার করেছেন ?

মিকাডো। আজ্ঞে লা, এই বহুকাল লস্ত লিয়ে লিয়ে লাকটা বুজে গেছে।

নট। ভাল ভাল। তাই বলুন। এতক্ষণে না বুঝতে পারলুম। যাক কি বলছিলেন তাই বলুন।

মিকাডো। আপনার নিবাস আর্য্যাবর্ত্ত?

নট। (স্বগত)—ব্যাটা গোমস্তা ঠিক ধরেছে। ওর সব গোনাগাঁথা হিসেব করা। ও কি ভুল হবার যো আছে? আজ্ঞে হাঁ, আমার নিবাস ছিল আর্য্যাবর্ত্ত—আপাততঃ—

মিকাডো। মহাশয়ের নাম?

নট। না বাবা, খাঁটী কথা বলা হবে না। আজ্ঞে আমার নাম ঘূর্ণাবর্ত্ত।

মিকাডো। এ দেশে আগমনের কারণ?

নট। ঘটনার আবর্ত্ত।

মিকাডো। হুঁ—(চিন্তামগ্ন হইল)

নট। মশাই, আপনি তো আমার সব খবর নিলেন। এখন আমি মহাশয়কে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই।

মিকাডো। আদেশ করুন?

নট। মহাশয়ের নাম?

মিকাডো। আমার নাম? আমার নাম টাকাহাসি।

নট। টাকহাসি! চমৎকার নাম! দেখুন, আমার এক মামা ছিলেন—কঞ্জুষের ধাড়ী। টাকা দেখলে কি টাকা পাবার সম্ভাবনা হ'লেই তিনি হাসতেন, নইলে কখন হাসতেন না। তাই আমরা তাঁর নাম রেখেছিলেম টাকাহাসি মামা। আপনারও যখন ওই নাম, তখন আপনি সম্পর্কে আমার মামা হলেন।

মিকাডো। আপনি অতি সজ্জন। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ, আমি আজ হতে আপনার মামা হলেম।

নট। বাবা নয় বাবা নয়,—'মামা'।

মিকাডো। ওই হ'ল—'বাবা'।

নট। তাকি হয়? বাবাতে আর মামাতে যে ঢের তফাৎ।

মিকাডো। আজ্ঞে না—এই নাকটা বুজে গেছে কিনা—

নট। ওহোঃ মনে পড়েছে—ঠিক, ঠিক।

মিকাডো। আপনি এখানে কোথায় বাসা নিয়েছেন?

নট। কোথাও না।

মিকাডো। আপনি তাহ'লে দয়া করে আমার গৃহে চলুন। আপনাকে পেয়ে আমার পরম উপকার হ'ল।

নট। উপকার? উপকার কেন? না মামা, ওসব উপকার টুপকার আমা দ্বারা হবে না।

মিকাডো। আজ্ঞে না, এমন কিছু না। আপনি এখানে নূতন। এদেশের ভাষা জানেন না। আমি আপনাকে একদিনের মধ্যে আমাদের ভাষা কাজ চালাবার মত শিখিয়ে দেব, তার বিনিময়ে আপনি আমাকে কিন্‌চিৎ পালী ভাষা শিক্ষা দেবেন।

নট। বিনিময়ে? কেন বাবা, বিনিময় না হ'লে কি কোন কাজই হয় না? বিদ্যাও মূল্য নিয়ে বেচতে হবে! বোধ হয় নরকের দস্তুরই এই। একটা থাপ্‌পড়ও কোন ব্যক্তি অম্নি দেবে না। যা হোক, আপাততঃ এ সুযোগ ছাড়া হবে না।

মিকাডো। কি ভাবছেন?

নট। ভাবছি এই মামা, আপনি তো পালী ভাষায় দিব্বি কথাবার্ত্তা কইছেন, তবে—

মিকাডো। আমি এ ভাষা অতি সামান্যই জানি। আপনার কাছে শিখব।

নট। বেশ কথা মামা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। •

মিকাডো। ভগবান তথাগত আবার বুধ রক্ষা করেছেন। তার ধর্ম্মের বিজয় পতাকা এ দেশে উড্ডীন হবে, তার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে দিলেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

নিপ্পন—রাজোদ্যান।

সময় রাত্রি।

গীত।

নিশি।

আমি নিভায়ে দিয়েছি দিবসের আলো,
এলায়ে দিয়েছি কুন্তলজাল—
ঝড়িয়া পড়িছে কালো, কালো, কালো !
সিঁথিতে পরেছি তারকার হার,
কপালে চাঁদের টীপ,—
আঁধার আঁচলে চারু কারু—ঘরে ঘরে যত দীপ !—
যারা আমার প্রজা, জাগো ! ওঠো আঁখির দীপ্তি জ্বালো—
নেমে এসো সহচরী নিদ্রা !
মোহের মদিরা ঢালো ঢালো ঢালো॥

(একখানি খাতা হস্তে নটবরের প্রবেশ)

নট। ওহায়ো—সায়োনারা, ওহায়ো—সায়োনারা, ওহায়ো—সায়োনারা। যাক, এক রকম কাজ চালাবার মত কতকগুলি কথা

শিখে নেওয়া গেল। আর কেউ বড় সহজে ঠকাতে পার্চ্ছে না। (চারিদিকে চাহিয়া)—তাইতো, এ কোথায় এসে পড়লুম? এতো টাকাহাসি মামার বাড়ী নয়, এযে দেখছি একটা বাগান। আরে ছ্যা ছ্যা! সহুরে ঘুঘু আমি, এতকাল রাজধানীতে বাস করে শেষটা কিনা নরকে এসে পথ হারালেম! না বাবা, পালাতে হচ্ছে। অজানা দেশ, অচেনা পথঘাট, তাতে রাত্রিকাল,—একেবারে তেরস্পর্শ,—কি জানি এখুনি কোন ফ্যাসাদে পড়ে যাব। সরে পড়াই নিরাপদ।

(প্রস্থান)

(হানাকে লইয়া কল্পনার প্রবেশ)

হানা। তুমি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত কর্লে কেন?

কল্পনা। আচ্ছা ধরুন না হয় খামখাই করেছি। মুক্তই করেছি, ফাঁসীর হুকুম তো আর দি' নি।

হানা। না না, আমি পিতার আদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। তাঁর বিনা আদেশে আমি মুক্তিলাভ করব কেন? রাজকন্যা আমি, সামান্য অপরাধীর মত কারাগার হতে পালিয়ে যাব কেন?

কল্পনা। আজ্ঞে না যান নাই যাবেন, তার জন্যে অত ত্যাওড়াচ্ছেন কেন? আদেশ করেন তো অবিলম্বেই আবার সেখানে রেখে আসছি। তবে হ্যাঁ, কাল প্রভাতে চিন রাজকুমারের সঙ্গে আপনার বিবাহ—সম্রাটের আদেশ—তাও স্মরণ রাখবেন।

হানা। না না, তা পারব না। তুমি আমায় রক্ষা কর, কিম্বা—কিম্বা—

কল্পনা। কিম্বা কি?

হানা। মৃত্যুর উপায় বলে দাও।

কল্পনা। মৃত্যুর উপায়? তার আর ভাবনা কি? মৃত্যু অর্থ তো

প্রাণদান ? তা যা হয় একটা উপায় সময় মত ক্ করে দেওয়া যাবে। তারপর যা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলেম—আপাততঃ বিয়ে তাহ'লে আপনি কিছুতেই কর্চ্ছেন না ? কি বলেন ?

হানা। কেমন করে করব ? আমার যে বিবাহ হয়ে গেছে।

কল্পনা। আজ্ঞে গোল তো যা কিছু ঐখানটায়ই। আপনি তো গম্ভীরভাবে বলে দিলেন—'হয়ে গেছে,'—কিন্তু গেল যে কোন দিক দিয়ে তা'তো আমরা কেউ টের পেলুম না। সম্রাট-কন্যা আপনি—আপনার বিয়ে—এতো আর চাট্টিখানি কথা নয়। কত ধুমধাম হবে, কত উৎসব হবে—

হানা। সবই হয়েছিল—কিন্তু নিভৃতে সঙ্গোপনে—

কল্পনা। কেন কেন ? সঙ্গোপনে কেন ?

হানা। ওই নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ আমাদের চন্দ্রাতপ হয়েছিল, শশধর সাক্ষী হয়েছিল, রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় আমরা স্নান করেছিলেম, সমীরণ সুগন্ধ বিলিয়েছিল, চারিধারে সহস্র প্রস্ফুটিত কুসুম আমাদের মিলন-বাসর সাজিয়ে দিয়েছিল।

কল্পনা। বলে যান, বলে যান—থামলেন কেন ? চমৎকার কাব্য হচ্ছে। বলুন—জোনাকীরা ফানুষ ধরেছিল, ঝিঁঝিঁ পোকা বাজনা বাজিয়েছিল, আসন্ন বর্ষার সম্ভাবনা জেনে ভেকেরা গান ধরেছিল—

হানা। রহস্য কর্চ্ছো ?—

কল্পনা। না রহস্য নয়। হঠাৎ খানিকটা কাব্য বুকের ভিতর জমাট বেঁধে গিয়েছিল কিনা।—যাক, তারপর কি হ'ল ?—

হানা। তারপর তিনি রূপের প্রভায় দশদিক আলো করে আমার পূজা গ্রহণ করেছিলেন।

কল্পনা। বাবাঃ ! বাঁচা গেল। পূজা গ্রহণ করেছিলেন—অর্থাৎ মাথা

কিনেছিলেন।. যা আপনার কবিত্বের ঠেলা, তাতে পূজা গ্রহণ না কর্লে কি আর ব্যাচারির নাক কান নিয়ে পালাবার যো ছিল?

হানা। আর—

কল্পনা। আর? এর উপরেও আবার আছে? আর কি বলুন তো?

হানা। আমাদের মিলন-বাসরে কারা যেন নৃত্যগীত করেছিল,—সে বড় সুন্দর, বড় মধুর,—তেমন প্রাণ মাতান গান আমি জীবনে কখনো শুনি নি।

কল্পনা। এ রকম বিদঘুটে ঘটনাই আপনার জীবনে আগে কখনো ঘটে নি, তা শুনবেন আর কোত্থেকে? ওসব কথা যাক, এখন আমি একটা নিবেদন কর্চ্ছি, শ্রবণ করুন। বিয়েটা একটা মিষ্টি জিনিষ—একে সর্ব্বব্যাধিবিনাশক, তায় বলকারক—অর্থাৎ একাধারে আহার অষুধ দুই ই। তা একবার খেয়েছেন বলে কি আর খেতে নেই? তবে হ্যাঁ যদি অরুচি হয়ে গিয়ে থাকে তাও বলুন, আমি না হয় দু' একটা টোট্‌কা টাট্‌কা জারক নেবুর চেষ্টা দেখছি।

হানা। আমি তোমায় বারণ কর্চ্ছি, তুমি ওসব কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করো না।

কল্পনা। যে আজ্ঞে। বারণ যখন কর্চ্ছেন, তখন ওকথা আর জিভের ডগায়ও আনব না। তাহ'লে প্রাণ দেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল—কি বলেন?

হানা। মৃত্যু! মৃত্যু! তবে এসো মৃত্যু, তুমিই আমার দুঃখের অবসান কর। দেবতা! এজন্মে তোমায় পেয়ে হারালুম, জন্মান্তরে যেন না হারাই। (প্রস্থান)

কল্পনা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

(উচ্চহাস্য করিতে করিতে প্রস্থান—মদিরা ও রামাতোর প্রবেশ)

য়ামাতো। সা রে গা মা পা ধা নি সা—নাঃ ভাল লাগে না। শ্রোতা না হলে কথনো গান গেয়ে সুখ হয়?

মদিরা। আমি তো বল্লুম আপনাকে, সে শুধু শ্রোতা নয় বোদ্ধা। আর সে যা নাচে, আপনি দেখলে একেবারে অবাক্ হয়ে যাবেন।

য়ামাতো। দেখ, আমি তো বলেছি তোমাকে, এখন ওসব বাজে কথা শুনবার আমার মোটেই অবকাশ নাই। তবু কেন এক কথা একশ' বার কাণের কাছে ভ্যান্ ভ্যান্ কর্চ্ছ বলতো? ও কথা ছেড়ে দাও। আর রাজকুমারী সম্বন্ধে কি বলবে বলে যে এই অন্ধকার রাত্রে আমাকে এত দূরে নিয়ে এলে তাই বল।

মদিরা। এই যে বলছি, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তাহ'লে সে লোকটাকে ঘা কতক দিয়ে এখান থেকে বিদেয় করে দি' কি বলেন?

য়ামাতো। না না, প্রহার করবার দরকার কি?—তার চেয়ে তাকে বলে কয়ে বুঝিয়ে বিদায় কর না।

মদিরা। কেন? তার প্রতি কি আপনার দয়া হচ্ছে? (য়ামাতোর বক্ষস্থল পরীক্ষা করিয়া)—হুঁ একটু একটু হচ্ছে বই কি? আহা! হাজার হোক, সমব্যবসায়ী তো। সে নাচিয়ে, আপনি গাইয়ে। একটু দরদ না হয়ে কি যায়? কিন্তু তাই বলে তার প্রতি এরূপ জুলুম করা আপনার উচিত হয় নি।

য়ামাতো। কি তুমি আবল তাবল বকছ? আমি আবার তার প্রতি কি জুলুম কর্ত্তে গেলাম?

মদিরা। জুলুম নয়? আপনার গান গাইবার অধিকার আছে কিন্তু মানুষ খুন করবার অধিকার নাই।

য়ামাতো। সে কি?

মদিরা। আর সে কি? আপনার ও গান শুনলে মানুষ কখনো প্রাণে

বাঁচে? জলে ডুবে মর্ত্তে ইচ্ছা যায় না? কি জানি কি কুক্ষণে আপনার একটী সুরের ঝঙ্কার তার কর্ণ-পটহে গিয়ে আঘাত করেছিল, সেই থেকে সে ক্রমাগত খাবি খাচ্ছে, আর থেকে থেকে তেউড়ে নেচে উঠছে। তার যে অবস্থা দেখে এসেছি, তা'তে তাকে বোধহয় আর বিদায় কর্ত্তে হবে না, অচিরেই সে এই ধরাধাম হতে চির বিদায় গ্রহণ করবে—অর্থাৎ যদি—থাক, আর নাই বা বল্লুম।

য়ামাতো। (স্বগত)—তাইতো, প্রাণটা এমন করে উঠছে কেন? (প্রকাশ্যে)—কিন্তু সে আমার সুরের ঝঙ্কার শুনলে কোথা থেকে? আমি রইলুম রাজপুরীতে, আর সে—

মদিরা। আহা তবে আর বলছি কি? শুনুন, সে অর্থাৎ—

(কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান—স্বপ্ন ও যশোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

যশো। আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ ভাই?

স্বপ্ন। স্বর্গে, মর্ত্তে কিম্বা রসাতলে যে কোন একটা স্থানে। সে আর আপনার জেনে কি হবে? আপনি দেখছি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আসুন আপাততঃ এইখানে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন। ওকি? হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? বসুন। (যশোবর্দ্ধন শিলাতলে উপবেশন করিল)—আঃ ওরকম নয়। এই রকম করে বসুন—(বিশেষ ভঙ্গীতে বসাইয়া দিল)—এই ডান হাতের উপর গালটী রাখুন—(তথাকরণ)—এইবার চক্ষু দুইটী অর্দ্ধ নিমীলিত করুন, বেশ একটু প্রেম ঢল ঢল দার্শনিক ভাব—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে—দেখি—(নিরীক্ষণপূর্ব্বক)—একটা জিনিসের অভাব হচ্ছে।

যশো। কেন ভাই আমায় সং সাজাচ্ছ?

স্বপ্ন। আবার বক্ বক্ করে? দেখুন, সাবধান, আপনি কথা কইবে না, বলে দিচ্ছি। আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব আপনি বি-

বাক্যব্যয়ে যাবেন এবং যা কর্ত্তে বলব বিনা ওজর আপত্তিতে করবেন—এই রকম আপনার সঙ্গে করার ছিল কি না বলুন দেখি?

যশো। তা অবশ্য।

স্বপ্ন। ব্যাস্, তাই মনে রাখবেন। এখন যা বলি শুনুন। চোখে দু' চার ফোঁটা জল আছে? থাকে তো এই বেলা ছাড়ুন দেখি। কি? নাই? এক্কেবারে মরুভূমি? আচ্ছা, না থাকে, সময় মত ধার ধোর করে চালিয়ে দেবখন। সম্প্রতি কিয়ৎকাল আপনার প্রেয়সীর ধ্যানে নিমগ্ন হোন দেখি! আর মাঝে মাঝে দু' চারটে বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়তে থাকুন। আমি নিকটেই হাজির আছি। স্মরণ কর্লে'ই পাবেন। কিন্তু সাবধান, আমার অনুমতি যতক্ষণ না পাবেন ততক্ষণ একটীও কথা কইবেন না। কথাটী কয়েছেন কি সব মাটী। এমন কি, যদি স্বয়ং আপনার প্রেয়সী এসে সাধাসাধি করেন—

যশো। সে কি!

স্বপ্ন। আহাহা ভড়্‌কান কেন? আমি 'যদির' কথা বলেছি—সত্যি কি আর? এই ধরুন—'যদি'—তবু কথা কইবেন না। বুঝলেন তো? এখন নিন, আবার ভাল হয়ে বসুন—ঠিক সেই রকম দার্শনিক ভাবটী—হ্যাঁ।

(প্রচ্ছন্ন ভাবে পার্শ্বে অবস্থান—অপর পার্শ্বে কুসুমলতার অন্তরালে কল্পনা ও হানার প্রবেশ)

গীত

হানা—

ফিরে এসো, ফিরে এসো, ওগো সুদূরের স্বপন-সখা!
এ ভাঙ্গা মরমে বুলাইয়া যাও স্বপন-পরশ-লেখা।

আজিকে তোমার স্মৃতিটী ঘেরিয়া গুঞ্জরি ওঠে বেদন,
মিলনের বাঁশী গাহিছে বিদায় জাগিছে শুধুই রোদন!—
আছে ঝরা ফুল, আছে বাসি মালা,
আঁধার কুঞ্জে গুমোরিছে জ্বালা—
তবু এসো, ওগো ফিরে এসো, আমি যে চলেছি একা—
ওগো মোর সাথী! অজানা পথিক! বারেক দাও হে দেখা।

কল্পনা। তাহ'লে বজ্রাঘাতে প্রাণ দেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল? কি বলেন? বেশ, তাহ'লে আপনি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান, আমি বজ্রাঘাত করি।

হানা। প্রিয়তম! আমি চল্লেম। এজন্ম আমার বিফল হয়ে গেল, তবু জন্ম জন্মান্তরেও আমি তোমারই প্রতীক্ষা করব, তোমার আশাপথ চেয়ে থাকব। তা'তে যদি আমার শতজন্ম বিফল হয়ে যায়, তথাপি তোমার আশা ছাড়ব না।

যশো। ওকি! ও কার কণ্ঠস্বর! প্রিয়ে! কোথায় তুমি? তোমায় হারিয়ে আমারও যে জীবন বিফল হতে চলেছে।

স্বপ্ন। এঃ কথা কয়ে ফেললেন! একটু তর সইলো না? ক্ষিদে পেলে কি মানুষ দু'হাতে খায়?

হানা। এ কি শুনলেম! এ কি শুনলেম! নাথ! নাথ!

কল্পনা। সবুর, সবুর। দেখুন ভদ্রলোকের এক কথা। আপনার সঙ্গে আমার কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে,—আপনি বিয়ে চান না, রাজপুত্তুর চান না, এমন কি কারাগার পর্য্যন্ত চান না, আপনি চান মৃত্যু। তাও আবার যেমন তেমন নয়—যাকে বলে বজ্রাঘাত। একেবারে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা! এখন কথা পাল্টালে চলে?

হানা। এক মুহূর্ত্ত সখী, এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।

কল্পনা। উঁহুঁ। আপনি 'নাথ!' 'নাথ!' করে যে রকম্ ক্ষেপে

উঠেছেন তাতে, এক মুহূর্ত্ত ফুরসৎ পেলে আপনি বেমালুম সট্‌কান দেবেন, তা আমি বেশ বুঝেছি। তার চেয়ে আপনিই এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন না, এই বজ্রাঘাত এসে পড়ল বলে।

যশো। কোথায় তুমি প্রিয়ে? আমি যে অন্ধকারে তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না।—(অনুসন্ধান)

স্বপ্ন। ও কি, ওখানে নয়—ওখানটায় কাঁটার ঝাড়।

হানা। আসুক বজ্রাঘাত, আসুক মৃত্যু, আমি গ্রাহ্য করি না। নাথ! এই যে আমি—(উভয়ে উভয়ের কণ্ঠলগ্ন হইল)

কল্পনা। ওই ওরই নাম বজ্রাঘাত।

যশো। প্রেয়সী!—

স্বপ্ন। আবার কথা কয়!

গীত

স্বপ্ন। বঁধুয়া কথা কয়োনা—
কল্পনা। সখী, আকুল হয়ো না—
স্বপ্ন। কথা কইলে পাখী পালিয়ে যাবে ধরা দেবে না—
কল্পনা। হলে আকুল ফুটবেনা ফুল মধু পাবে না।
উভয়ে। শুধু প্রাণ ভরে সুধাকর পান,
লহ প্রাণ, কর প্রাণ দান—
মরম-কপাট দাও খুলে দাও বাভুক টানে টান—
জনম জনম খেলবে খেলা, স্মৃতিটী মলিন হবে না।

(এতক্ষণ চন্দ্রোদয় হইতেছিল এক্ষণে সমস্ত উপবন জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া গেল—যামাতোর প্রবেশ)

যামাতো। যাক, জ্যোচ্ছনা উঠল, বাঁচা গেল। এইবার আস্তে আস্তে রাজপুরীতে ফিরে যাই। কিন্তু সে কোথায় গেল? যে আমায় এতক্ষণ এই অন্ধকারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তাকে তো দেখতে

পাচ্ছি না। (যশোবর্দ্ধন ও হানাকে দেখিয়া)—একি! আমার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? না আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি? ঠিক যেন দুটি জীবন্ত জ্যোছনার ঢেউ মিলে এক হয়ে গেছে?

(নটবরের প্রবেশ)

নট। নিশ্চয় এটা কুম্ভীপাক। নইলে এত ঘুরপাক খাচ্ছি, বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না! তাইতো টাকাহাসি মামা, তুমি মামা হয়ে, শেষটা কিনা ভাগ্নেকে সেই কুম্ভীপাকেই চালান কর্লে! একি! অ্যাঁ! যুবরাজ না? ইনি এখানে এলেন কেমন করে? আমি না হয় পাপ করেছিনুম, নরকে এসেছি। ইনিও কি তাই? কিন্তু প্রভুর আমার বাহাদুরী আছে বলতে হবে। নরকটাকে একেবারে স্বর্গ বানিয়ে ফেলেছেন দেখছি। যাক, দেখা হ'ল ভাল হ'ল, এক সঙ্গে পরমানন্দে থাকা যাবে। আপাততঃ আলাপটাতো ঝালিয়ে নিই। প্রভু! অধীনের এইটী—(অভিবাদন) দয়া করে গ্রহণ করবেন। আমি ভাল আছি, আপনি ভাল আছেন?

যশো। কে, নটবর! তুমি!

নট। অধীনকে চিনতে পেরেছেন দেখছি। কিন্তু আমি আর নটবর নই। আমি এখন শ্রীশ্রীঘুর্ণাবর্ত্ত মহাশয়।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। ওস্তাদজী, পা লাগি, করম ফরমাইয়ে।

নট। আরে! কেরে! সেই ভূত পেত্নীরা না?

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। জি ওস্তাদ!

নট। বাঃ বাঃ তোরাও এসে পড়েছিস? বেশ হয়েছে। আর ভাবনা নাই। এবার নরক একেবারে গুল্‌জার করে তুলব। ওরে

আমায় নাচ পাচ্ছে—ভয়ঙ্কর নাচ পাচ্ছে। ফেলব নাকি একখানা নেচে? ওরে, তোরা কেউ দয়া করে একটু সুর দে না।

য়ামাতো।　　　　গীত—(সঙ্গে নটবরের নৃত্য)

ওগো নূতন প্রাণের নূতন ব্যাপারী!
　　কি টানে টান্‌লে তুমি প্রাণ উঠ্‌লো জেগে তান,
চেপে থাক্‌তে কি পারি? (ওগো!)
কুলহারা ওই আকাশ ছাপিয়ে ছুটেছে ঢেউ ব্যাতাস কাঁপিয়ে—
　　জান না ও বঁধুয়া তুমি যে তারি—
　　　　সে যে তোমারি॥

স্বপ্ন। ওরে রাজা আসছে, রাজা আসছে।

নট। রাজা? রাজা আবার কে রে?

(মিকাডোকে লইয়া বিভোরের প্রবেশ)

বিভোর। মহারাজ, ওই দেখুন।

নট। অ্যাঁ! এই রাজা! এ যে আমার টাকাহাসি মামা!

মিকাডো। এ কি দেখালে বালক! এত রূপ যে আমি স্বপ্নে ও কল্পনা কর্ত্তে পারি নি! একি মানুষ না কোন দেবকুমার?

বিভোর। সে কি মহারাজ! এক মুহূর্ত্তে সব রাগ জল হয়ে গেল? না না, তা কর্লে চলবে না, চটে উঠুন চটে উঠুন।

মিকাডো। বৎস! কে তুমি পরিচয় দাও।

হানা। (প্রণতিপূর্ব্বক)—পিতা, ইনিই আমার স্বামী।

মিকাডো। বৎস, কে তুমি নির্ভয়ে আত্মপরিচয় দাও।

নট। মামা! ও টাকাহাসি মামা!

মিকাডো। কে ঘূর্ণাবর্ত্ত?

নট। আর ঘূর্ণাবর্ত্ত শিরঃপীড়া নই। মামা, খাঁটী কথা বলাই ভাল। আমি হচ্ছি শ্রীনটবর শর্ম্মা। আর এঁর পরিচয় চাইছেন? ইনি আমার মুনিব। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ জনপদ মগধ—ইনি তথাকার যুবরাজ কুমার যশোবর্দ্ধন।

মিকাডো। বটে! ইলিই! ইলিই আবার পরব সুহৃদ্, ভগবাল বুদ্ধের অলুগৃহিত বগধপতির পুত্র যুবরাজ যশোবর্দ্ধল!

নট। আজ্ঞে ইলিই।

মিকাডো। আহা! আবি কি ভাগ্যবাল! বৎস! বৎসে! আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হও। আবি যাই উৎসবের আয়োজল করিগে।

নট। আজ্ঞে হাঁ। সঙ্গে সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থাটাও কর্ত্তে ভুলবেন না। তাহ'লে মামা, দয়া করে এই দীনহীনকে একটু পদধূলি দিন। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি,—আপনি যত ইচ্ছা নস্য ব্যবহার করুন, আপনার নাক জন্ম জন্ম বুজে থাক।—আজ আপনার এই কুম্ভীপাকে এসে যে আনন্দ পেলেম, তাতে আপনি যদি এখন আমার মামাগিরিতে ইস্তাফা দিয়ে বাবাগিরিতে বহাল হতে চান, তাতেও আমি নারাজ নই।

মিকাডো। আশীর্ব্বাদ করি, চিরকাল যেল এরূপ আলল্দেই দিল কাটিয়ে দিতে পার। (প্রস্থান)

য়ামাতো। নাথ!

নট। ওরে বাবা! নাথ কি রে!

য়ামাতো। সরে যাচ্ছ কেন? ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো আর বাঘ ভালুক নই যে তোমায় কামড়াব।

নট। কি জানি। আচ্ছা দেখ্, তুই গান গাইলি, আমি নাচলুম—ব্যাস্ মিটে গেল।—আবার নাকী সুর কেন?

য়ামাতো। আজ মিলনোৎসবে মিলনানন্দে আমার প্রাণ নেচে উঠেছে। তোমার প্রাণ কি নাচছে না?

নট। নাচছে না আবার? বেজায় রকম নাচছে, একেবারে তুড়িলাফ খাচ্ছে। কিন্তু তুই কি পারবি?

য়ামাতো। কি?

নট। যখনই আমার নাচ পাবে তখনি সুর দিতে হবে।

য়ামাতো। আমি তো তাই চাই।

যশো। নটবর, তুমি এই বালিকাকে গ্রহণ কর।

নট। আপনার আদেশ?—(যশোবর্দ্ধন ঘাড় নাড়িল)—আপনি কি বলেন জ্যাঠাইমা?

হানা। তুমি একে গ্রহণ কর।

নট। কি বলিস রে তোরা?

পরিকুমার পরিকুমারীগণ। জি ওস্তাদ।

নট। সকলেরই যখন এই ইচ্ছা, তখন যাঃ তোকে বাধিত কর্লুম।

গীত।

পরিকুমার পরিকুমারীগণ,
নটবর, য়ামাতো ও সখীগণ। }

বাহবা! বাহবা! বাহবা!
একি প্রেম-সায়রে ফুটল কমল ফুল!

মাতাল হাওয়া গন্ধ মেখে
বুকের মাঝে নিচ্ছে এঁকে,
নূতন পরশ, নূতন হরষ—দুলছে দোদুল্ দুল্—
দোদুল্ দুল্—দোদুল্ দুল্—
সোহাগে পাপ্ড়ি খুলে পড়্ছে ঢলে আকুল মুকুল।

যবনিকা।